بسم الله الرحمن الرحيم نحمده ونصلي على رسوله الكريم وعلى عبده المسيح الموعود
وَلَقَدْ نَصَرَكُمُ اللّٰهُ بِبَدْرٍ وَّاَنْتُمْ اَذِلَّةٌ

খণ্ড
2

সংখ্যা
4

বদর

সাপ্তাহিক কাদিয়ান

The Weekly BADAR Qadian Bangla

গ্রাহক চাঁদা
বাৎসরিক ৩০০ টাকা

সম্পাদক:
তাহের আহমদ মুনির

সহ-সম্পাদক:
মির্যা সফিউল আলাম

www.akhbarbadarqadian.in

বৃহস্পতিবার 26 জানুয়ারী, 2017 26 সুলাহ ,1396 হিজরী শামসী 27 রবিউস সানী 1438 A.H

আহমদীয়া সংবাদ

সৈয়্যদনা হযরত আমীরুল মোমিনীন খলীফাতুল মসীহ আল খামেস (আইঃ) আল্লাহ্‌র কৃপায় কুশলে আছেন। আলহামদো লিল্লাহ। জামাতের সদস্যদের নিকট হুযূর আনোয়ারের সুসাস্থ্য ও দীর্ঘায়ু এবং হুযুরের যাবতীয় উদ্দেশ্যাবলী পূর্ণ হওয়ার জন্য ও তাঁর সুরক্ষার জন্য দোয়ার আবেদন রইল। আল্লাহ তা'লা সর্বদা হুযুরের রক্ষক ও সাহায্যকারী হউক। আমীন।

আমি দেখলাম ইসলামকে মান্য করার ফলে একটি জ্যোতির প্রস্রবণ আমার মধ্য দিয়ে প্রবাহিত হচ্ছে।

বাণী ঃ হযরত মসীহ মাওউদ (আঃ)

আমি দেখলাম ইসলামকে মান্য করার ফলে একটি জ্যোতির প্রস্রবণ আমার মধ্য দিয়ে প্রবাহিত হচ্ছে। কেবল রসূলুল্লাহ (সা.)-এর ভালবাসার কারণে আল্লাহ্ তা'লার সঙ্গে বাক্যালাপ এবং দোয়ার কবুলিয়্যতের সেই মহা সম্মানিত মর্যাদা আমি প্রাপ্ত হয়েছি যা সত্য নবীর অনুসারী ছাড়া আর কেউই অর্জন করতে পারবে না। যদি হিন্দু ও খৃষ্টানরা নিজেদের মিথ্যা উপাস্যের ইবাদত করতে করতে মারাও যায় তথাপি তারা সেই মর্যাদা লাভ করতে পারবে না। এবং সেই ঐশী বাণী আমি শুনছি যাকে অন্যরা সংকোচ নিয়ে মান্য করে। এবং আমাকে দেখানো ও শোনানো এবং বোঝানো হল যে, পৃথিবীতে কেবল ইসলামই সত্য। এবং আমার উপর প্রকাশ করা হল যে, এ সমস্ত কিছু তুমি মহানবী (সা.)-এর আনুগত্য করার কল্যাণে প্রাপ্ত হয়েছ। এবং যা কিছু তুমি প্রাপ্ত হয়েছ অন্যান্য ধর্মে এর নজির নেই, কেননা সেগুলি মিথ্যার উপর প্রতিষ্ঠিত। কি হিন্দু, কি খৃষ্টান, কি ইহুদী আর কি আর্য সমাজী-যদি তারা সত্যান্বেষী হয় তবে এটিই তাদের জন্য বিরাট সুযোগ। আমার মোকাবেলায় দাঁড়িয়ে কেউ যদি অদৃষ্টের সংবাদ প্রকাশ ও দোয়া কবুল হওয়ার বিষয়ে আমার প্রতিদ্বন্দ্বীতা করতে সক্ষম হয় তবে আমি মহা সম্মানিত খোদার কসম খেয়ে বলছি যে, আমি নিজের প্রায় দশ হাজার টাকার যাবতীয় অস্থাবর সম্পত্তি তাকে অর্পন করে দিব।

(আয়েনায়ে কামালাতে ইসলাম, রূহানী খাযায়েন, ৫ম খণ্ড, পৃষ্ঠা: ২৭৬)

আহমদীয়াতের কেন্দ্রভূমি কাদিয়ানে ১২২তম জলসার সফল ও বরকতময় সমাপন

মোয়ায়েনা কারকুনান (কর্মী জরিপ)

আলহামদো লিল্লাহ জলসা সালানা কাদিয়ান ২০১৬-এর কর্মী জরিপ অনুষ্ঠান ২২ শে ডিসেমম্বর ২০১৬ তারিখে সম্পন্ন হল। হুযুর আনোয়ার (আই.)-এর প্রতিনিধি মাননীয় মৌলান ইনাম গৌরী সাহেব, নাযির আলা ও কাদিয়ানে স্থানীয় আমীর সাহেব বেলা দশটার সময় আহমদীয়া গ্রাউন্ড-এ এসে কর্মীদের সঙ্গে করমর্দন করেন। জলসার সমস্ত কর্মী ইতিপূর্বেই সারিবদ্ধভাবে দাঁড়িয়ে ছিলেন। মহিলাদের জন্যও পর্দার ওপারে এই অনুষ্ঠানে অংশ গ্রহণ করার ব্যবস্থা ছিল।

মঞ্চে হুযুর আনোয়ার (আই.)-এর প্রতিনিধির সঙ্গে মাননীয় শোয়েব আহমদ সাহেব (অফিসার জলসা সালানা), মাননীয় মুযাফ্ফর আহমদ নাসের (অফিসার জলসাগাহ্), মাননীয় রফীক বেগ সাহেব (অফিসার খিদমতে খালক) মাননীয় হাফেয মাখদুম শরীফ সাহেব, মাননীয় মহম্মদ নাসীম খান সাহেব, মাননীয় তাহের আহমদ তারিক সাহেব (নায়েব অফিসার জলসা গাহ্), মাননীয় আব্দুল ওকীল নিয়ায সাহেব, মাননীয় হাফিয মাযহার আহমদ ওয়াসীম সাহেব, মাননীয় এম. আবু বাকার সাহেব, মাননীয় হাবীবুর রহমান খান সাহেব এবং মাননীয় ফরীদ আহমদ ইঞ্জিনিয়ার (নায়েব অফিসার জলসা সালানা) উপস্থিত ছিলেন।

তিলাওয়াত পেশ করেন মাননীয় মুরশিদ আহমদ ডার সাহেব মুরুব্বী সিলসিলা। তিনি সুরা বাকারার শেষ রুকু তিলাওয়াত এবং এর অনুবাদ পেশ করেন।

এরপর হুযুর আনোয়ার (আই.)-এর প্রতিনিধি কর্মীদের উদ্দেশ্যে ভাষণ প্রদান করেন। তিনি বলেন-আমাদের এই জলসা সালানা ঐশী জলসা। হযরত মসীহ মওউদ (আ.) বলেছেন যে, আল্লাহ্ এর জন্য জাতিসমূহকে প্রস্তুত করেছেন যারা অচিরেই এর মধ্যে মিলিত হবে। আগত সকল অতিথিবর্গ কেবল আল্লাহ্‌র উদ্দেশ্যে এই জলসায় এসেছেন। এই জন্য তাদের আরাম ও সাচ্ছন্দের প্রতি যথাসাধ্য যত্নবান হওয়া আমাদের কর্তব্য। আমরা এই জলসার প্রস্তুতির জন্য এখানে একত্রিত হয়েছি। দোয়া করা উচিত যে, আল্লাহ্ তা'লা যেন সঠিক অর্থে আমাদেরকে এই দায়িত্ব পালনের তৌফিক দান করেন। তিনি বলেন, জলসার ব্যবস্থাপনার তিনটি বিভাগ রয়েছে। খাদ্য ও বাসস্থান, নামায, দরস ও জলসার বক্তৃতাসমূহ এবং খিদমতে খালক।

তিনি কর্মীদেরকে জলসার ডিউটি সম্পর্কে কয়েকটি গুরুত্বপূর্ণ বিষয়ের প্রতি দৃষ্টি আকর্ষণ করে বলেন-

* প্রত্যেক স্বেচ্ছাসেবী যেন নিজের ডিউটিতে উপস্থিত থাকে এবং পূর্ণ দায়িত্বসহকারে নিজেদের কর্তব্য পালন করে। অবহেলা প্রদর্শনকারীকাদের ব্যবস্থাপকগণ নম্রতার সাথে দৃষ্টি আকর্ষণ করুন। * সমস্ত স্বেচ্ছাসেবীদের উচিত উপলব্ধ উপকরণকে যথাযথ উপায়ে কাজে লাগিয়ে নিজেদের দায়িত্বাবলী পালন করা। * বাসস্থান, স্নানাগার ইত্যাদির পরিচ্ছন্নতার প্রতি বিশেষ দৃষ্টি রাখুন। এই কাজগুলির তত্বাবধান হওয়া উচিত। * নিরাপত্তা সংক্রান্ত বিষয়েও তিনি দৃষ্টি আকর্ষণ করেন এবং বলেন যে, হুযুর আনোয়ার সব সময় এই বিষয়টির প্রতি দৃষ্টি আকর্ষণ করে থাকেন। এই বিভাগটি অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। দায়িত্ব, সচেতনতা, মোমিনসুলভ অন্তর্দৃষ্টি সহকারে ডিউটি করুন। * যাবতীয় দায়িত্বাবলী হাসিমুখে সম্পন্ন করতে থাকুন যাতে কোন অতিথির কাছে কোন কাজ অপ্রীতিকর না ঠেকে। * প্রত্যেক বিভাগের ব্যবস্থাপক বা তার সহকারী যেন সর্বক্ষণ ডিউটির স্থানে উপস্থিত থাকেন।* সমস্ত ব্যবস্থাপকদের একথার প্রতি দৃষ্টি রাখা উচিত যে, যদিও এটি দেশীয় স্তরের জলসা, কিন্তু প্রত্যেক বছর দেখা যায় যে বিভিন্ন জাতির মানুষ এখানে এসে থাকে। তাদেরকে নিয়ন্ত্রণ করা অনেক বড় দায়িত্ব।* হুযুর আনোয়ার (আই.)-এর দোয়া এবং দিক-নির্দেশনা

প্রিন্টার ও পাবলিশার জামিল আহমেদ নাসের ফজলে উমর প্রিন্টিং প্রেস কাদিয়ান থেকে মুদ্রণ করে আখবার বদর কাদিয়ান অফিস থেকে প্রকাশ করছে: প্রো: তত্বাবধায়ক, বদর বোর্ড কাদিয়ান

আমাদের সঙ্গে আছে। তাঁর পক্ষ থেকে সমস্ত বিভাগ সম্পর্কে বিস্তারিত দিক-নির্দেশনা পাওয়া যাচ্ছে। আমাদের কেবল আল্লাহ্ তা'লার প্রতি কৃতজ্ঞতা জ্ঞাপন করা দরকার যে, তিনি আমাদেরকে খিদমত করার সুযোগ দিয়েছেন। অতএব দায়িত্ববোধের সাথে এই কয়েকটি দিন অতিবাহিত করুন। আল্লাহ্ তা'লার নিকট দোয়া করি যে, জলসায় অংশগ্রহণকারী সমস্ত অতিথিদের পক্ষে হযরত মসীহ মওউদ (আ.)-এর দোয়া আমাদের সকলের পক্ষে গৃহীত হোক।

সবশেষে তিনি জলসা সালানা সম্পর্কে কয়েকটি দিক-নির্দেশনা পাঠ করে শোনান যা হুযুর আনোয়ার (আই.) ২০১৬ সালের যুক্তরাজ্যের জলসা উপলক্ষ্যে প্রদান করেছিলেন। হুযুর আনোয়ার (আই.) বলেন: "আমরা যে কাজই করে থাকি না কেন তা আল্লাহ্‌র উদ্দেশ্যে করে থাকি, হযরত মসীহ মওউদ (আ.)-এর অতিথিদের জন্য করে থাকি। অতএব এই উদ্দেশ্যে, আল্লাহ্ তা'লার সন্তুষ্টি অর্জনের জন্য কাজ করার পাশাপাশি আমাদের আচরণও উন্নত হওয়া বাঞ্ছনীয়। সর্বক্ষণ হাসিমুখে খিদমত করা উচিত। এগুলি মানুষের কাজ এবং আয়োজনের কাজে ভুল-ত্রুটি থেকে যায়। সব সময় এক্ষেত্রে উন্নতি করার সুযোগ থাকে। যাইহোক, যেভাবে আমরা নিজেদের কাজে, ব্যবস্থাপনায় এবং সুযোগ-সুবিধা প্রদানের ক্ষেত্রে উন্নতি করে চলেছি, অনুরূপভাবে আমাদের চারিত্রিক মানকেও উন্নততর করতে থাকা আবশ্যক।

আল্লাহ্ তা'লার ফযলে মোটের উপর সমস্ত কর্মীরাই অত্যন্ত আনন্দসহকারে কাজ করে থাকে এবং লোকেরা আপনাদের কাজ দেখে প্রভাবিতও হয়ে থাকে। কিন্তু কখনো কখনো দু-একটি ভুল পুরো দলকে কলঙ্কিত করে তোলে। এই কারণে প্রত্যেকটি স্বেচ্ছাসেবী, কর্মী, নায়েব, এবং অফিসারদেরকে এবিষয়ের প্রতি দৃষ্টি রাখতে হবে যে, কোথাও যেন এমন বিষয় না দেখা দেয় যা অতিথির অসুবিধার কারণ হতে পারে। অথবা কয়েক মিনিটের জন্যও যেন কোন অব্যবস্থা না দেখা দেয়। অতএব, প্রত্যেক ব্যক্তির একথা স্মরণ রাখা উচিত যে, সব সময় হাসিমুখে নম্রতা সহকারে খিদমত করতে হবে। আল্লাহ্ তা'লা আপনাদের সকলকে এর তৌফিক দান করুন।

নিরাপত্তা সম্পর্কে তিনি বলেন: নিজের নিজের বিভাগে চতুর্দিকে দৃষ্টি রাখা প্রত্যেক কর্মীর কর্তব্য। তাদের উচিত যেকোন তুচ্ছ বিষয়কেও উপেক্ষা না করা। বর্তমানে যদি এসব বিষয়কে উপেক্ষা করা হয়, তবে এই তচ্ছাতিতুচ্ছ বিষয়ও বড় ক্ষতির কারণ হয়ে দাঁড়াতে পারে। মানবতার নামে কলঙ্ক লেপনকারী কিছু মানুষ, যারা ইসলামের নামে অনাচার করে চলেছে, যারা মানুষের প্রাণ হরণ করছে, তারা ছোট ছোট ত্রুটির সন্ধানে আছে, দূর্বলতা দেখলেই ক্ষতি করার সুযোগ কাজে লাগাতে চায়।

সব সময় এবিষয়ে স্মরণ করানোরও প্রয়োজন দেখা দেয়, কেননা, অনেক কর্মী এমন আছে যারা অনেক সময় নামাযের সময় বা- জামাত নামায পড়তে পারে না। প্রত্যেক বিভাগের অফিসারের তাদেরকে এবিষয়ের প্রতি আমল করানো উচিত যে, তাদের নিজেদের বিভাগে যেখানে তাদের অফিস আছে, কাছাকাছি যে সমস্ত কর্মীরা থাকে, তারা যেন নিজেদের দায়িত্ব পালনের পর বা-জামাত নামাযা পড়ে। কেননা, দোয়া ছাড়া আমাদের কাজ সম্পূর্ণ হতে পারে না। এবিষয়ের প্রতি আমাদের সকলের মনোযোগ দেওয়া উচিত। এটিই আমাদের সফলতা ও উন্নতির রহস্য। যার কারণে আল্লাহ্ তা'লার কৃপা আমাদের সঙ্গে থাকে। আল্লাহ্ তা'লার কৃপা ধারণ করার জন্য তাঁর সমীপে আমাদেরকে বিনয়াবনত হওয়া আবশ্যক।

(আল-ফযল ইন্টারন্যাশনাল, ২৬ শে আগস্ট, ২০১৬)

দোয়ার সাথে এই অনুষ্ঠান সমাপ্ত হয় এবং জলসা সালানার ডিউটি আরম্ভ হয়।

২৬ শে ডিসেম্বর, ২০১৬ (সোমবার) প্রথম দিন, প্রথম অধিবেশন

সকালে ঘন কুয়াশা থাকা সত্বেও আহমদীয়াতের অনুরাগীর দল জলসার এক ঘন্টা পূর্বেই নিরাপত্তার একাধিক পর্ব পেরিয়ে ধৈর্য্য সহকারে জলসাগাহে প্রবেশ করেন। সকাল ১০ টা ৫ মিনিটে হুযুর আনোয়ার (আই.)-এর প্রতিনিধি মৌলান জালালুদ্দীন নায়্যার সাহেব, সদর সদর আঞ্জুমান আহমদীয়া আহমদীয়াতের পতাকা উত্তোলন করেন এবং দোয়া করেন। এর পর মঞ্চ থেকে নারাধ্বনি ভেসে আসে এবং শ্রোতাগণ উচ্চকণ্ঠে এর প্রত্যুত্তর দেন।

মৌলান জালালুদ্দীন নায়্যার সাহেব, এই অধিবেশনের সভাপতিত্ব করেন। তিলাওয়াতের মাধ্যমে এই জলসার সূচনা হয়। মাননীয় তারেক আহমদ লোন সাহেব সুরা আম্বিয়া ২০- ২৬ নম্বর আয়াত তিলাওয়াত করেন এবং তৎসঙ্গে উর্দু অনুবাদও পাঠ করে শোনান। এর পর সভাপতি মহাশয় ভাষণ প্রদান করেন।

তিনি জলসায় অংশগ্রহণকারী সমস্ত মেহেমানদেরকে শুভেচ্ছ জ্ঞাপনপূর্বক জলসা সালানার উদ্দেশ্যাবলী বর্ণনা করেন এবং হযরত মসীহ মওউদ (আ.) ও খলীফগণের উদ্ধৃতির আলোকে মসীহ মওউদ (আ.)-এর আবির্ভাবের উদ্দেশ্য এবং আমাদের দায়িত্বাবলীর প্রতি দৃষ্টি আকর্ষন করেন। তিনি ভাষণের শেষে মজলিস আনসারুল্লাহ্‌র সালানা ইজতেমা ২০১৬ উপলক্ষ্যে হুযুর আনোয়ার (আই.)-এর পক্ষ থেকে প্রাপ্ত বার্তা পাঠ করে শোনান, যেখানে হুযুর আনোয়ার খিলাফতের সঙ্গে দৃঢ় সম্পর্ক স্থাপন করার উপদেশ দান করেছেন। ভাষণের শেষে সভাপতি মহাশয় দোয়া করান অতঃপর জলসার প্রথম অধিবেশন আরম্ভ হয়। এরপর মাননীয় খালিদ ওলীদ সাহেব হযরত মসীহ মওউদ (আ.)-এর নযম পাঠ করেন।

'ওহ দেখতা হ্যায় গ্যায়রোঁ সে কিঁউ দিল লাগাতে হো।'

এরপর মৌলান জহির আহমদ খাদিম সাহেব, এডিশনাল নাযির দাওয়াতে ইলাল্লাহ্ জুনুবী হিন্দ, 'খোদা তা'লার অস্তিত্ব' বিষয়ের উপর বক্তব্য রাখেন। তিনি সূরা আলে ইমরান-এর ৬৫ নম্বর আয়াতের আলোকে বলেন, খোদা তা'লাকে চেনার জন্য সর্ব প্রথম তাঁর সত্তা ও গুণাবলী সম্পর্কে সম্যক জ্ঞান অর্জন করা আবশ্যক। তিনি হযরত মসীহ মওউদ (আ.)-এর একটি উদ্ধৃতির আলোকে বলেন, প্রকৃত একেশ্বরবাদ বা তৌহিদ তিন প্রকারের। প্রথমতঃ সত্তার দিক থেকে, দ্বিতীয়তঃ গুণাবলীর দিক থেকে এবং তৃতীয়তঃ ভালবাসা ও একাত্মতার দিক থেকে কাউকে তাঁর সমকক্ষ না করা এবং তাঁরই মাঝে বিলীন হওয়া। তিনি হিন্দু ধর্ম, শিখধর্ম এবং ইসলামের আলোকে একেশ্বরবাদের উল্লেখ করে এই প্রসঙ্গে হযরত মসীহ মওউদ (আ.), হযরত খলীফাতুল মসীহ রাবে (রহ.) এবং হযরত খলীফাতুল মসীহ খামেস (আই.)-এর উদ্ধৃতি উপস্থাপন করে বলেন, পৃথিবীতে শান্তি প্রতিষ্ঠা করার জন্য খোদার উপর পূর্ণ বিশ্বাস আনা এবং একেশ্বরবাদকে মান্য করা আবশ্যক। ভাষণের শেষে কিশতি নূহ থেকে একটি উদ্ধৃতি উপস্থাপন করে তিনি বক্তব্য শেষ করেন।

এই অধিবেশনের দ্বিতীয় বক্তব্য মাননীয় মৌলান ইনাম গৌরী সাহেব নাযির আলা কাদিয়ান " মহানবী (সা.)-এর জীবনির একটি দিক- ন্যায়পরায়ণাতা'-বিষয়ের উপর উপস্থাপন করেন। তিনি সূরা মায়েদার ৯ নম্বর আয়াত তিলাওয়াত করেন এবং বলেন কুরান করীমে ন্যায়-বিচারের জন্য দুটি শব্দ 'আদল' ও 'কিসত' ব্যবহৃত হয়েছে। দুইজন ব্যক্তির মধ্যে সমান আচরণ করাকে 'আদল' বলা হয় এবং অন্যের পরিপ্রেক্ষিতে 'কিসত' ব্যবহৃত হয়। তিনি মহানবী (সা.)-এর নবুয়তের পূর্বের পরিস্থিতি, অনাচার ও বর্বরতার উল্লেখ করেন এবং বলেন তিনি (সা.) ঐ সকল পশুতুল্য মানুষদেরকে খোদা সদৃশ মানুষে পরিণত করেন। এই প্রসঙ্গে তিনি হযরত মসীহ মওউদ (আ.)-এর কয়েকটি উদ্ধৃতি উপস্থাপন করেন। এছাড়াও পারিবারিক জীবনেও তাঁর (সা.) ন্যায়পরায়ণতা সম্পর্কে হযরত খাদিজা (রা.) এবং হযরত সুফিয়া (রা.)-এর সাক্ষী উপস্থাপন করেন এবং তাঁর পবিত্র স্ত্রীগণের সঙ্গে ভালবাসার সম্পর্কের কথা উল্লেখ করেন। তিনি মহানবী (সা.)-এর পবিত্র জীবনী থেকে ন্যায়পরায়ণতা সম্পর্কিত কয়েকটি ঈমান উদ্দীপক ঘটনার বর্ণনা করেন এবং তিনি বলেন বর্তমানে ন্যায়-নীতি প্রতিষ্ঠার করার দায়িত্ব আমাদের আহমদীদের উপর বর্তায়। সবশেষে তিনি 'গভর্মেন্ট আংরেজি অউর জেহাদ' পুস্তিকা থেকে একটি উদ্ধৃতি উপস্থাপন করে বক্তব্য শেষ করেন।

এর পর জামাতে আহমদীয়া কিরঘিস্তান থেকে আগত প্রতিনিধি মাননীয় উসমান তুলাঈ বেগ সাহেব পরিচিতি মূলক বক্তব্য রাখেন। তিনি সেখানকার একটি শাহাদত বরণের ঘটনার উল্লেখ করে কিরঘিস্তানের জামাতের উন্নতির জন্য দোয়ার আবেদন করেন। এর পর সভাপতি মহাশয়ের অনুমতিক্রমে অধিবেশন সমাপ্ত হয়।

প্রথম দিন দ্বিতীয় অধিবেশন

প্রথম দিনের দ্বিতীয় অধিবেশনের সভাপতিত্ব করেন মাননীয় ইনাম গৌরি সাহেব, নাযির আলা কাদিয়ান। মাননীয় হাফিয নাঈম পাশা সাহেব সূরা সাফ্‌ফ-এর ৭ - ১০ নম্বর আয়াতের তিলাওয়াত করেন এবং উর্দু অনুবাদ উপস্থাপন করেন। এর পর সৈয়্যদান হযরত মসীহ মওউদ (আ.)-এর উর্দু নযম পাঠ করে শোনান হয়,

'তুঝে হামদ ও সানা যেবা হ্যায় পেয়ারে

কেহ, তুনে কাম সব মেরে সাঁওয়ারে'

নযমটি পাঠ করেন মাননীয় তানভীর আহমদ নাসের সাহেব।

এই অধিবেশনের প্রথম বক্তৃতা মাননীয় মৌলানা মোযাফ্‌ফর আহমদ নাসের সাহেব, নাযির ইসলাহ ও ইরশাদ মারকাযিয়া, " ঐশী সাহায্য ও সমর্থনের আলোকে হযরত মসীহ মওউদ (আ.)-এর সত্যতা" বিষয়ের উপর উপস্থাপন

জুমআর খুতবা

‘রবিউল আউয়াল’সেই মাস যে মাসে আমাদের মনীব এবং অনুসরনীয় নেতা মুহাম্মদ (সা.)-এর শুভ জন্ম হয়েছে। কিন্তু মুসলমানদের অবস্থা দেখে আক্ষেপ হয় যে, তারা মানবজাতির জন্য আশীর্বাদ এবং মানুষের প্রতি অনুগ্রহকারী রসূলের জন্মদিবস উদযাপন করে কিন্তু তারা নিজেরা قُلُوْبُهُمْ شَتّٰى (সূরা আল্-হাশর: ১৫) অর্থাৎ তাদের হৃদয় বহুধা বিভক্ত- উক্তির সত্যায়নস্থল হয়ে আছে। এদের অধিকাংশ পরস্পরের রক্ত পিপাসু। প্রতিদিন সংবাদ আসে যে, শত শত মুসলমান মুসলমানদেরই হাতে নিহত হচ্ছে। আর এই সমস্ত কিছু আল্লাহ্ ও তাঁর রসূলে নামে অত্যন্ত নির্লজ্জতার সাথে করা হচ্ছে।

মহানবী (সা.) এই অবস্থার চিত্র অঙ্কন করে বলেন যে, এমন পরিস্থিতিতে ইসলামের জন্য যারা নিজেদের হৃদয়ে সমবেদনা পোষণ করে এমন মুসলমান যেন নিরাশ না হয়। এমন সময়ে মসীহ্ মওউদ ও প্রতিশ্রুত মাহদী আসবেন। যিনি তার মনীব এবং অনুসরনীয় নেতার পূর্ণ অনুগত দাস হিসেবে মুসলমান এবং অ-মুসলিম সকলকে ইসলামের প্রকৃত শিক্ষা সম্পর্কে অবহিত করবেন আর ইসলামের দৃষ্টিনন্দন এবং সমুজ্জল শিক্ষা সম্পর্কে পৃথিবীবাসীকে অবহিত করবেন। আর পুনরায় এটিকে মুসলমানদের ঐক্যবদ্ধ উম্মতে পরিণত করবেন।

সব মুসলমানের এই বিশ্বাস রয়েছে আর এই কথার ওপর পূর্ণ বিশ্বাস স্থাপন করা ছাড়া কোন মুসলিম মুসলমানই গণ্য হতে পারে না যে, রসূলুল্লাহ্ (সা.) খাতামান্নাবীঈন, তাঁর (সা.) সত্তায় শরীয়ত পূর্ণতা লাভ করেছে। কিন্তু এসব নৈরাজ্যবাদী মৌলভী জনসাধারণের আবেগ অনুভূতিতে সুড়সুড়ি দেয় যে, আহমদীরা খতমে নবুয়্যতে বিশ্বাস রাখে না। এর জন্য ‘ইন্না লিল্লাহ্’ পড়ে لَعْنَتُ اللّٰهِ عَلَى الْكَاذِبِيْنَ ছাড়া আর কিছুই বলার নেই। যে ব্যক্তি আহমদী আখ্যায়িত হয়ে এই কথায় বিশ্বাস রাখে না যে, রসূলে করীম (সা.) খাতামান্নাবীঈন, সে অবাধ্য, বিদ্রোহী, অনাচারী, দুরাচারী এবং ইসলামের গন্ডি থেকে বিহর্ভূত। আর এমন ব্যক্তির সাথে আহমদীয়া মুসলিম জামাতের কোন সম্পর্ক নেই। হ্যাঁ এ কথা সত্য যে, আহমদীরা খতমে নবুয়্যতের সেই অর্থ করে যা স্বয়ং মহানবী (সা.) করেছেন, আর কুরআনেও আল্লাহ্ তা’লা সে বিষয়ে বর্ণনা করেছেন। এখন কোন নবীই আসতে পারে না যে মহানবী (সা.)-এর দাসত্ব এবং তাঁর শরীয়তের গন্ডী বহির্ভূত হবে।

মহানবী (সা.)-এর উক্তি, ইসলামের সম্মানীয় বুযুর্গদের উদ্ধৃতি বিশেষ করে হযরত মসীহ মওউদ (আ.)-এর তত্ত্বজ্ঞান সমৃদ্ধ বাণীর আলোকে খাতমে নবুয়তের ব্যাখ্যা এবং মহানবী (সা.)-এর উচ্চ মর্যাদার বর্ণনা।

১২ই রবিউল আউয়ালের প্রেক্ষাপটে রসূলের সম্মান এবং খতমে নবুয়্যতের নামে চারদিন পূর্বে পাকিস্তানের দুলমিয়ালে বখাটে এবং মৌলভীরা সমবেত হয়ে মিছিল বের করেছে এবং আমাদের মসজিদে হামলা করেছে।

পৃথিবীব্যাপি জামাত আহমদীয়ার পক্ষ থেকে সীরাতুন্নাবী (সা.) উপলক্ষ্যে সম্মেলন ও মুসলিম ও অ-মুসলিম সদস্যদেরকে তাঁর (সা.) জীবনী সম্পর্কে অবগত করার অভিযান ও এর ইতিবাচক প্রতিক্রিয়ার ঐতিহাসিক সাক্ষ্য-প্রমাণের উল্লেখ।

সৈয়্যদনা হযরত আমিরুল মো’মিনিন খলিফাতুল মসীহ্ আল খামিস (আইঃ) কর্তৃক লন্ডনের বাইতুল ফুতুহ মসজিদে প্রদত্ত ১৬ ই ডিসেম্বর, ২০১৬, এর জুমুআর খুতবা (১৬ ফাতাহ, ১৩৯৫ হিজরী শামসী)

সৌজন্যে: আল-ফযল ইন্টারন্যাশনাল লন্ডন

أَشْهَدُ أَنْ لَّا إِلٰهَ إِلَّا اللّٰهُ وَحْدَهُ لَا شَرِيْكَ لَهُ وَأَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّدًا عَبْدُهُ وَرَسُوْلُهُ

أَمَّا بَعْدُ فَأَعُوْذُ بِاللّٰهِ مِنَ الشَّيْطٰنِ الرَّجِيْمِ - بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ

اَلْحَمْدُ لِلّٰهِ رَبِّ الْعَالَمِيْنَ۔ اَلرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ۔ مٰلِكِ يَوْمِ الدِّيْنِ۔ اِيَّاكَ نَعْبُدُ وَ اِيَّاكَ نَسْتَعِيْنُ۔

اِهْدِنَا الصِّرَاطَ الْمُسْتَقِيْمَ۔ صِرَاطَ الَّذِيْنَ اَنْعَمْتَ عَلَيْهِمْ غَيْرِ الْمَغْضُوْبِ عَلَيْهِمْ وَلَا الضَّآلِّيْنَ۔

তাশাহুদ, তাঊয, তাসমিয়া এবং সূরা ফাতিহা পাঠের পর হুযূর আনোয়ার (আই.) বলেন,আমরা আজকাল ইসলামী মাস রবিউল আউয়াল অতিবাহিত করছি। ইসলামী বিশ্বে, বিশেষ করে পাক-ভারতে এ মাসের গুরুত্বের কারণ হল, সেখানে এটি বিশেষভাবে উদযাপন করা হয়। এমনিতে তো সারা বিশ্বে করা হয়ে থাকে, অর্থাৎ ১২ই রবিউল আউয়াল মহানবী (সা.)-এর শুভ জন্ম হয়েছে। হযরত সাহেবযাদা মির্যা বশীর আহমদ সাহেব (রা.) ‘সীরাত খাতামান্নাবীঈন’ পুস্তকে এটিও লিখেছেন যে, একজন মিশরীয় পণ্ডিতের গবেষণা অনুসারে ০৯ই রবিউল আউয়াল রসূলে করীম (সা.)-এর জন্ম হয়েছে।

(সীরাত খাতামান্নাবিঈন, মির্যা বশীর আহমদ এম.এ প্রণীত, পৃষ্ঠা: ৯৩)

যাহোক ‘রবিউল আউয়াল’সেই মাস যে মাসে আমাদের মনীব এবং অনুসরনীয় নেতা মুহাম্মদ (সা.)-এর শুভ জন্ম হয়েছে। কিন্তু মুসলমানদের অবস্থা দেখে আক্ষেপ হয় যে, তারা মানবজাতির জন্য আশীর্বাদ এবং মানুষের প্রতি অনুগ্রহকারী রসূলের জন্মদিবস উদযাপন করে কিন্তু তারা নিজেরা قُلُوْبُهُمْ شَتّٰى (সূরা আল্-হাশর: ১৫) অর্থাৎ তাদের হৃদয় বহুধা বিভক্ত- উক্তির সত্যায়নস্থল হয়ে আছে। খোদা তা’লা মুসলমানদের পারস্পরিক সম্পর্কের গন্ডির যে বিশেষত্ব বর্ণনা করেছেন তাহল- رُحَمَآءُ بَيْنَهُمْ (সূরা আল্-ফাতাহ: ৩০) অর্থাৎ তারা পরস্পরের প্রতি অতীব দয়াদ্র। কিন্তু এরা দয়া প্রদর্শন তো দূরের কথা বরং এদের অধিকাংশ পরস্পরের রক্ত পিপাসু। প্রতিদিন সংবাদ আসে যে, শত শত মুসলমান মুসলমানদেরই হাতে নিহত হচ্ছে। আর এই বিষয়টি এমন যা আল্লাহ্তা’লা এবং তাঁর রসূল(সা.)-এর দৃষ্টিতে অত্যন্ত অপছন্দনীয়। যদি এরা নিজেদের মাঝে অন্যায় করে বেড়ায় তাহলে করুক, কিন্তু এসবকিছু হচ্ছে আল্লাহ্ এবং তাঁর রসূলের নামে। মুসলমান মুসলমানকে হত্যা করছে আল্লাহ্ এবং রসূলের নামে। সেই খোদা যিনি বিশ্ব প্রতিপালক, যিনি রহমান, রহীম আর সেই রসূল যিনি ‘রহমতুল্লিল আলামীন’, তাঁদের নামে অন্যায়, অবিচার আর বর্বরতার দৃষ্টান্ত স্থাপন করে অসহায় নারী, শিশু এবং নিষ্পাপদের বাস্তুচ্যুত করা হচ্ছে, তাদেরকে বস্ত্রহীন অবস্থায় এবং অনাহারে জীবন যাপনে

বাধ্য করা হচ্ছে, হত্যা করা হচ্ছে। এক কথায় নির্লজ্জতার বেশাতি করে এবং ধৃষ্টতার সাথে আল্লাহ্ এবং তাঁর রসূলের নামে এসবকিছু করা হচ্ছে। আল্লাহ্ তা'লা বলেছেন, একজন মুসলমানকে জেনেশুনে হত্যা করা তোমাকে জাহান্নামে নিয়ে যাবে। কোন নিষ্পাপ মানুষকে হত্যা করলে জাহান্নামের অগ্নি এড়াতে পারবে না। কিন্তু এই ধর্মের ঠিকাদার এবং স্বার্থপর নেতারা অতি সরল এবং স্বল্পজ্ঞানী মুসলমানদের জান্নাতের লোভ দেখিয়ে এমন কাজে ঠেলে দিচ্ছে। ইসলামকে এরা এতটা বদনাম করেছে যে, আজ অ-মুসলিম বিশ্বে ইসলামের নাম শুনলে প্রথম ধারণা বা প্রথম চিত্র যা মাথায় আসে তাহল অন্যায়, নিষ্পেষন এবং বর্বরতা। অবশ্য একটি ক্ষেত্রে এসব নামধারী মুসলমান নেতারা সমবেত হয়ে পরস্পরের সাথে সহযোগিতার কথা বলে বা সহযোগিতার নসীহত করে। আর এটি হল সেই কথা যার বিরুদ্ধে খোদা এবং তাঁর রসূল নির্দেশ জারী করেছেন।

আল্লাহ্‌র রসূল (সা.) বলেছেন, মুসলমানদের অবস্থা যখন এমন হবে, মুসলমানদের হৃদয় যখন এভাবে বহুধা বিভক্ত হবে, তাদের অবস্থা হবে قُلُوْبُهُمْ شَتّٰى (সূরা আল্-হাশর: ১৫), যখন মুসলমান পরস্পরকে জবাই করবে আর নামধারী আলেমদের কাছে হিদায়াতের জন্য যাবে, যাদের সম্পর্কে এদের ধারণা হবে যে, এরা হিদায়াতপ্রাপ্ত, কিন্তু তারা সেই সকল আলেমদেরকে এমন অপকর্মে লিপ্ত পাবে যেসব অপকর্ম মানুষকে খোদা থেকে দূরে নিয়ে যায়। বরং সাধারণ আলেমদের চেয়েও তাদের অবস্থা হবে নিকৃষ্ট। মহানবী(সা.)বলেছিলেন, عُلَمَآءُهُمْ شَرُّ مَنْ تَحْتَ اَدِيْمِ السَّمَآءِ। অর্থাৎ তাদের আলেম সমাজ আকাশের নিচে বসবাসকারী সব সৃষ্টির মাঝে নিকৃষ্টতম সৃষ্টি হবে। (আল জামে লে শো'বেল ঈমান, ৩য় খণ্ড, পৃষ্ঠা: ৩১৭-৩১৮) কেন? এজন্য যে, তিনি বলেন, এরা নৈরাজ্যবাদী আলেম হবে, এদের মধ্য থেকে নৈরাজ্যের সূচনা হবে আর আজকে আলেমদের সংখ্যা গরিষ্ঠের মাঝে আমরা এটিই দেখছি। আগুন নিভানোর পরিবর্তে এরা অগ্নি সংযোগকারী এবং আগুন লাগিয়ে থাকে। অতএব তিনি (সা.) এই অবস্থার চিত্র অঙ্কন করে বলেন যে, এমন পরিস্থিতিতে ইসলামের জন্য যারা নিজেদের হৃদয়ে সমবেদনা পোষণ করে এমন মুসলমান যেন নিরাশ না হয়। এমন সময়ে মসীহ্ মওউদ ও প্রতিশ্রুত মাহদী আসবেন। যিনি তার মনীব এবং অনুসরনীয় নেতার পূর্ণ অনুগত দাস হিসেবে মুসলমান এবং অ-মুসলিম সকলকে ইসলামের প্রকৃত শিক্ষা সম্পর্কে অবহিত করবেন আর ইসলামের দৃষ্টিনন্দন এবং সমুজ্জল শিক্ষা সম্পর্কে পৃথিবীবাসীকে অবহিত করবেন। আর পুনরায় এটিকে মুসলমানদের ঐক্যবদ্ধ উম্মতে পরিণত করবেন, কিন্তু আমি যেমনটি বলেছি, এ কথাকেই এই আলেম সমাজ অস্বীকার করে আর সাধারণ মানুষ এবং সাধারণ মুসলমাদের ভ্রান্ত কথা বলে নৈরাজ্য সৃষ্টির চেষ্টা করে। আর তারা মানুষের আবেগ-অনুভূতি নিয়ে ছিনিমিনি খেলে এবং তাদেরকে নৈরাজ্য সৃষ্টির উদ্দেশ্যে সেসব কথা শুনায় যার কোন অস্তিত্বই নেই।

সব মুসলমানের এই বিশ্বাস রয়েছে আর এই কথার ওপর পূর্ণ বিশ্বাস স্থাপন করা ছাড়া কোন মুসলিম মুসলমানই গন্যহতে পারে না যে, রসূলুল্লাহ্ (সা.) খাতামান্নাবীঈন, তিনি (সা.)-এর সত্তায় শরীয়ত পূর্ণতা লাভ করেছে। কিন্তু এসব নৈরাজ্যবাদী মৌলভী জনসাধারণের আবেগ অনুভূতিতে সুড়সুড়ি দেয় যে, আহমদীরা খতমে নবুয়্যতের বিশ্বাসে বিশ্বাস রাখে না। এর জন্য 'ইন্না লিল্লাহ' পড়ে لَعْنَتُ اللهِ عَلَى الْكَاذِبِيْنَ ছাড়া আর কিছুই বলার নেই। যে ব্যক্তি আহমদী আখ্যায়িত হয়ে এই কথায় বিশ্বাস রাখে না যে, রসূলে করীম (সা.) খাতামান্নাবীঈন, সে অবাধ্য, বিদ্রোহী, অনাচারী, দুরাচারী এবং ইসলামের গন্ডি থেকে বিহর্ভূত। আর এমন ব্যক্তির সাথে আহমদীয়া মুসলিম জামাতের কোন সম্পর্ক নেই। হ্যাঁ এ কথা সত্য যে, আহমদীরা খতমে নবুয়্যতের সেই অর্থ করে যা স্বয়ং মহানবী (সা.) করেছেন, আর কুরআনেও আল্লাহ্ তা'লা সে বিষয়ে বর্ণনা করেছেন। এখন কোন নবীই আসতে পারে না যে মহানবী (সা.)-এর দাসত্ব এবং তাঁর শরীয়তের গন্ডী বহির্ভূত হবে।

একবার মহানবী (সা.) বলেছেন, আবু বকর এই উম্মতের সর্বশ্রেষ্ঠ ব্যক্তি, হ্যাঁ কোন নবী আসলে ভিন্ন কথা।

(কুনযুল আমাল, ১১তম খণ্ড, পৃষ্ঠা: ২৫১)

অতএব তিনি নবুয়্যতের পথ বন্ধ করেন নি। তবে তিনি (সা.)-এর গন্ডীর বাইরে কেউ আসতে পারে না এবং কোন নতুন শরীয়ত অবতীর্ণ হতে পারে না। আর আমরা যদি হযরত মির্যা গোলাম আহমদ কাদিয়ানী (আ.)-কে মসীহ্ এবং মাহদী হিসেবে নবী মেনে থাকি তাহলে তিনি (সা.)-এর পূর্ণ দাসত্বের গন্ডীর মাঝে রেখেই সেই বিশ্বাস রাখি। আর পুরোনো আলেমদেরও একই বিশ্বাস ছিল।

যেমন: হযরত শাহ ওলীউল্লাহ্ দেহলভী 'তফহীমাতে ইলাহিয়া'-য় লিখেন, আমার সত্তায় নবুয়্যত সমাপ্ত করা হয়েছে এর অর্থ কেবল এটি নয় যে, এমন কোন ব্যক্তি আসবে না যাকে আল্লাহ্ তা'লা মানুষের জন্য শরীয়ত সহকারে পাঠাবেন।

(তাফহীমাতে ইলাহীয়া, ২য় খণ্ড, পৃষ্ঠা: ৮৫)

বরং এর অর্থ হল শরীয়ত সহ কোন নবী আসবে না কিন্তু শরীয়ত বিহীন আসতে পারে।

অনুরূপভাবে হযরত আয়েশা (রা.) বলেছেন , রসূলে করীম (সা.)-কে খাতামুল আম্বীয়া অবশ্যই বলো কিন্তু এ কথা বলো না যে, তাঁর পর কোন নবী নেই।

(আদ দারুল মনসুর, ৫ম খণ্ড, পৃষ্ঠা: ২০৪)

অতএব আমরা যদি হযরত মির্যা গোলাম আহমদ কাদিয়ানী (আ.)-কে মসীহ্ মওউদ মেনে নবীর মর্যাদা দিই তাহলে তা রসূলে করীম (সা.)-এর দাসত্বের কল্যাণে দিয়ে থাকি। অতএব আলেমরা যে বিভিন্ন সময় জনসাধারণকে এই স্পর্শকাতর বিষয়ে ক্ষেপিয়ে থাকে যে,আহমদীরা মির্যা গোলাম আহমদ কাদিয়ানী-কে নবী মানে, তাদের এই কথাগুলো ফিতনা এবং নৈরাজ্য বা অশান্তি সৃষ্টি করা ছাড়া আর কিছু নয়।

পাকিস্তান সরকার এটি নিয়ে গর্ব করে যে, তারা নব্বই বছরের যে সমস্যা ছিল তার সমাধান করেছে। (এখন তো এর ১২৫ বছর কেটে গেছে)। এটি খতমে নবুয়্যত সংক্রান্ত সমস্যা ছিল যার তারা সমাধান করেছে। আর এ বিষয়ে পাকিস্তানের আলেম সমাজ এবং কোন কোন সরকারী কর্মকর্তাও সাধারণ মানুষকে ক্ষেপিয়ে থাকে। এটি তাদের সেই চিত্র যা সম্পর্কে রসূলুল্লাহ্ (সা.) ভবিষ্যদ্বাণী করেছেন। এসব আলেমদের কথা শুনার পরিবর্তে সাধারণ মুসলমানদের এটি দেখা উচিত যে, যুগ কি এক সংস্কারককে হাতছানি দিয়ে ডাকছে না যার সম্পর্কে রসূলে করীম (সা.) ভবিষ্যদ্বাণী করেছেন, যিনি এসে মুসলমানদের ঐক্যবদ্ধ উম্মতে পরিণত করতে পারেন? নিঃসন্দেহে এটিই সেই যুগ আর খোদা তা'লা স্বীয় প্রতিশ্রুতি রক্ষা করেছেন। মহানবী (সা.)-এর ভবিষ্যদ্বাণী পূর্ণতা লাভ করেছে। কিন্তু এসব আলেমরা মানবে না, কেননা তাদের মেম্বর এবং তাদের রুটি রুজি বন্ধ হয়ে যাবে। এরা মুসলমানদেরকেও ক্ষেপাতে থাকবে, আর পাকিস্তানে, আমি যেমনটি বলেছি, দেশীয় আইনও তাদেরকে লাগামহীন করে রেখেছে। তাই বিভিন্ন সময়ে এই অপবাদের ভিত্তিতে তারা মিছিল, সমাবেশ এবং গালমন্দ করতেই থাকে। কিন্তু এই দুরাচারিতা এবং ধৃষ্টতা মৌলভীদেরকেই সাজে, তারাই এমনটি করতে পারে, আহমদীরা এমন অপকর্মের মোকাবেলা করতে পারে না।

১২ই রবিউল আউয়ালের প্রেক্ষাপটে রসূলের সম্মান এবং খতমে নবুয়্যতের নামে চারদিন পূর্বে পাকিস্তানের দুলমিয়ালে বখাটে এবং মৌলভীরা সমবেত হয়ে মিছিল বের করেছে এবং আমাদের মসজিদে হামলা করেছে। মসজিদে আহমদীরা ছিল, আহমদীরা ভিতরে তাদেরকে আসতে দেয় নি, দরজা বন্ধ ছিল, কিন্তু পুলিশের কথায় আহমদীরা যখন দরজা খুলে দেয় আর পুলিশের এই নিশ্চয়তা সাপেক্ষে দরজা খুলে যে, তারা মসজিদের হেফাযত করবে, তখন এসব উন্মাদরা মসজিদে প্রবেশ করে আর পুলিশ পাশ কাটিয়ে যায়। এরপর তারা মসজিদের বিভিন্ন আসবাবপত্র বের করে জ্বালিয়ে দেয় আর নিজেদের ধারণা অনুসারে ইসলামের অনেক বড় সেবা করেছে বলে তারা আত্মপ্রসাদ নেয়।

যাহোক আমরা আইনের বিরুদ্ধে যাব না আর আমরা যাইও না। ইহজাগতিক সাজ-সরঞ্জামের যতটুকু সম্পর্ক আছে তারা ক্ষতি করেছে করুক। কিন্তু আমরা আমাদের বিশ্বাস এবং মহানবী (সা.)-এর পবিত্র সত্তায় পূর্ণ বিশ্বাস আর একত্ববাদকে হৃদয়ে গ্রোথিত এবং প্রোথিত করার যতটুকু সম্পর্ক আছে এ ক্ষেত্রে আমরা আমাদের প্রাণও বিসর্জন দিতে পারি কিন্তু

আমরা পিছু হটবো না। আমরা সব সময় এটিই বলে আসছি আর এর জন্য ত্যাগও স্বীকার করে আসছি যে,'লা ইলাহা ইল্লাহ্ মুহাম্মাদুর রাসূলুল্লাহ্'-এর ঘোষণা করা থেকে আমরা বিরত থাকতে পারি না।

এরা প্রথাগতভাবে একত্রিত হয়ে মিলাদ-মাহফিল করে থাকে। পাকিস্তানে এদের অধিকাংশ বক্তৃতায় আহমদীদের গালমন্দ করা ছাড়া আর কিছুই হয় না। সাময়িকভাবে তারা নোংরা কথাবার্তা বলে এবং বিষোদগার করে আর মনে করে যে, এভাবে তারা ইসলামের অনেক বড় সেবা করেছে। কিন্তু জামাতে আহমদীয়া ইসলামের সত্যিকার সেবার দায়িত্ব তখন নিজেদের কাঁধে নিয়েছে যখন প্রারম্ভে হযরত মসীহ মওউদ (আ.) দাবি করেন আর তিনি এটিই বলেছেন যে, একত্ববাদ এবং মহানবী (সা.)-এর সুমহান মর্যাদা প্রতিষ্ঠার জন্যই আমি এসেছি, ইসলামের পুনর্জাগরণ এবং পুনরুত্থান আমার মাধ্যমেই হবে। আর দ্বিতীয় খিলাফতের যুগে যখন অমুসলিমরা মহানবী (সা.)-এর বিরুদ্ধে পত্র-পত্রিকায় এবং বই-পুস্তকে অপলাপ করে এবং অত্যন্ত নোংরা ভাষায় লেখালেখি আরম্ভ করে তখন দ্বিতীয় খলীফা ব্যাপক পরিসরে সীরাতুন্নাবী (সা.) সম্মেলনের ব্যবস্থা করেন। আর আহমদী এবং অ-আহমদী সকলকেই বলেন যে, এখন মতভেদ পরিত্যাগ করে সম্মিলিতভাবে মহানবী (সা.) এবং ইসলামের সুরক্ষাকল্পে পদক্ষেপ নাও এবং ব্যাপক পরিসরে তিনি এর সূচনা করেন। বরং তিনি ভদ্র অমুসলিমদেরকেও এই আমন্ত্রণ জানান। মহানবী (সা.)-এর উপর ঈমান আনা এবং তাঁর সম্মান ও সম্ভ্রমের হিফাযত করা মুসলমানদের ঈমানের অঙ্গ। হযরত মুসলেহ্ মওউদ (রা.) বলেন, মহানবী (সা.) সমগ্র বিশ্বের প্রতি অনুগ্রহ করেছেন। তিনি সারা বিশ্বের জন্য আশীর্বাদ। তাই অ-মুসলিম ভদ্র শ্রেণীও যেন তাঁর জীবনী সম্পর্কে বক্তৃতা করে । অতএব অনেক অ-মুসলিম শিক্ষিত শ্রেণী যাদের মাঝে হিন্দুরাও অন্তর্ভুক্ত রয়েছে, তারা মহানবী (সা.)-এর জীবনী সম্পর্কে প্রবন্ধ ও স্তুতি পাঠ করে। ১৯২৮ সনে কাদিয়ানে এর প্রথম যে জলসা হয় সেখানে হিন্দু কবিদের দুটো না'তও পাঠ করা হয়েছে। (তারীখে আহমদীয়াত, ৫ম খণ্ড, পৃষ্ঠা: ৪৩)

আর যেমনটি আমি বলেছি, সমগ্র ভারতে খলীফাতুল মসীহ্ সানী (রা.)-এর প্রেরণায় সীরাত সম্মেলন হয়েছে। দৃষ্টিভঙ্গী এবং বিশ্বাসগত পার্থক্য থাকা সত্ত্বেও আলেম সমাজসহ সে সময়কার অনেকেই, যাদের মাঝে বিরোধিতাও ছিল, কিন্তু তাদের অনেকেই এমন ছিল যারা এই পরিকল্পনা এবং এই প্রচেষ্টাকে সফলতার দ্বারপ্রান্তে পৌঁছিয়েছে। আর পত্র-পত্রিকায় এ সম্পর্কে মন্তব্যও হয়েছে এবং সংবাদও ছেপেছে।

একটি পত্রিকার নাম হল, গৌরকপুরের 'মাশরেক'। ১৯২৮ সনের ২১ জুন সংখ্যায় তারা লিখেছে যে, ভারতে এটি একটি অমর ইতিহাস হয়ে থাকবে, কেননা এই তারিখে কোন না কোন ভাবে মুসলমানদের সব ফির্কাই সম্মানিত রসূল ও দুই জগতের সর্দার হযরত মুহাম্মদ (সা.)-এর স্মৃতিচারণ করেছে। আর সব শহরই চেষ্টা করেছে তাদের শহর যেন প্রথম স্থানে থাকে। যারা এসময় ভেদাভেদ এবং নৈরাজ্য সৃষ্টির উদ্দেশ্যে পোষ্টার লিখেছে, কিছু লোক এমনও ছিল যাদের কাজই হল, বিরোধিতা করা। এরা বক্তৃতা লিখে পত্রিকায় পাঠিয়েছিল। এরা আসলে চরম আহাম্মক ও নির্বোধ যারা আমাদের বিশ্বাস সম্পর্কে অবহিত নয়। আমাদের বিশ্বাস হল, যে ব্যক্তি 'লা ইলাহা ইল্লাহ্ মুহাম্মাদুর রাসূলুল্লাহ্'-য় বিশ্বাস রাখে সে সফল ও মুক্তিপ্রাপ্ত। যাহোক এই পত্রিকা আরো লিখে যে, ১৭ জুন জলসার সফলতার জন্য আমরা জামাতে আহমদীয়ার ইমাম জনাব মির্যা মাহমুদ আহমদকে শুভেচ্ছা জানাচ্ছি। যদি শিয়া, সুন্নি এবং আহমদীরা এভাবে বছরে দু'চার বার এক জায়গায় সমবেত হয় তা হলে কোন অপশক্তি এ দেশে ইসলামের বিরোধিতায় দাঁড়াতে পারবে না।

(তারীখে আহমদীয়াত, ৫ম খণ্ড, পৃষ্ঠা: ৩৬-৩৭)

আরেকটি পত্রিকার নাম হল- 'সুলতান'। কোলকাতা থেকে প্রকাশিত হয়। এটি একটি বাংলা পত্রিকা। ২১ জুন তারিখের পত্রিকায় এতে লিখা হয়েছে জামাতে আহমদীয়া ১৭ জুন তারিখে হযরত মুহাম্মদ (সা.)-এর জীবনী তুলে ধরার জন্য সমগ্র ভারতে সমাবেশ করেছে। আমরা সংবাদ পেয়েছি যে, প্রায় সর্বত্রই সফল সমাবেশ হয়েছে। আর এটি সত্য কথা যে, এ ক্ষেত্রে আহমদীরা এমন অসাধারণ সাফল্য লাভ করেছে, যা ইতিপূর্বে কখনো লাভ হয় নি আর এটি থেকে বুঝা যায় যে, আহমদীয়া মুসলিম জামাত প্রতিনিয়ত শক্তিশালী হয়ে উঠছে এবং মানুষের হৃদয়ে স্থান পাচ্ছে। আর আমরাও এই শক্তির কথা স্বীকার করি এবং তাদের সাফল্য কামনা করি। (তারীখে আহমদীয়াত, ৫ম খণ্ড, পৃষ্ঠা: ৩৭-৩৮)

সে সময় পত্র-পত্রিকা এটি লিখেছে, আর অ-আহমদী এবং অ-মুসলিমরাও এতে সঙ্গ দিয়েছে, কেননা এটি মহানবী (সা.)-এর সম্মানের প্রশ্ন ছিল। কারো পক্ষ থেকে সাধুবাদ নেওয়ার প্রয়োজন আহমদীয়া মুসলিম জামাতের নেই বা বাহবা কুড়ানোর প্রয়োজন নেই। হযরত খলীফাতুল মসীহ্ সানী (রা.)-এর এই কর্ম-প্রচেষ্টার পিছনে উদ্দেশ্য হল, ইসলামের শত্রু এবং মহানবী (সা.) কে যারা হাসি-ঠাট্টার লক্ষ্যে পরিণত করে তারা যেন বুঝতে পারে যে, মহানবী (সা.)-এর পবিত্র মর্যাদা কী? আর এটিও স্পষ্ট করা উদ্দেশ্য যে, মুসলমানরা ঐক্যবদ্ধ। কাদিয়ানে কতক হিন্দুও রসূলে করীম (সা.)-এর জীবনী সম্পর্কে বক্তৃতা করেছে। আল্-ফযল পত্রিকা তখন বিশেষ করে খাতামান্নাবীঈন সংখ্যা ছেপেছে। (তারীখে আহমদীয়াত, ৫ম খণ্ড, পৃষ্ঠা: ৩৩) আর তখন থেকে আহমদীয়া মুসলিম জামাত নিয়মিত সীরাতুন্নবীর জলসার আয়োজন করে আসছে। তিনি যে চার-পাঁচটি পয়েন্ট দিয়েছিলেন সেগুলোর একটি হল, শুধু ১২ই রবিউল আউয়াল নয় বরং সারা বছরই বিভিন্ন সময় সীরাতুন্নবী জলসা অনুষ্ঠিত হওয়া উচিত। (তারীখে আহমদীয়াত, ৫ম খণ্ড, পৃষ্ঠা: ৩১)

যাহোক, এই হল জামাতে আহমদীয়ার ইতিহাস। এখনও জলসা অনুষ্ঠিত হয়ে থাকে। আর এখন তো আল্লাহ্ তা'লার কৃপায় পৃথিবীর দুই শতাধিক দেশে, যেখানেই জামাতে আহমদীয়া প্রতিষ্ঠিত রয়েছে এ জলসা অনুষ্ঠিত হয়ে থাকে। আর এখন কেবল আহমদীরাই রয়েছে, এবং সব সময় এমনটিই থাকবে ইনশাআল্লাহ্, যারা খতমে নবুয়্যতের প্রকৃত মর্যাদা ও মর্ম বুঝে আর মহানবী (সা.)-এর মর্যাদা সম্পর্কে পৃথিবীকে অবহিত করছে। এটি এ জন্য যে, এ যুগের ইমাম ও মসীহ্ মওউদ এবং প্রতিশ্রুত মাহ্দী (আ.) আমাদেরকে বলেছেন, আল্লাহ্ তা'লা পর্যন্ত যদি পৌঁছতে হয় তাহলে মহানবী (সা.)-এর আঁচল আকড়ে ধর। কেননা তিনিই এখন মুক্তির একমাত্র পথ, এছাড়া মুক্তির অন্য কোন মাধ্যম নেই। তিনি (আ.) বলেন, 'ওহ্ হ্যা ম্যাঁ চিয কিয়া হু', (অর্থাৎ তিনিই সব কিছু আমি কিছুই নই)।

(কাদিয়ান কে আর্য অউর হাম, রূহানী খাযায়েন, ২০ তম খণ্ড, পৃষ্ঠা: ৪৫৬)

তিনি (আ.) নিজেকে কখনো বড় বলেন নি বা বড় বলে দাবি করেন নি। সব সময় মহানবী (সা.)-এর মাহাত্ম্যই বর্ণনা করেছেন। আর এই যে অপবাদ রয়েছে যে, আমরা মহানবী (সা.)-কে খাতামান্নাবীঈন মানি না। এর অপনোদন করে তিনি (আ.) একস্থানে বলেন,

"এটিও স্মরণ রাখা উচিত, আমার এবং আমার জামাতের প্রতি এই যে অপবাদ আরোপ করা হয়, আমরা মহানবী (সা.) -কে খাতামান্নাবীঈন মানি না, এটি আমাদের প্রতি এক ভয়াবহ অপবাদ। আমরা যে ঈমানী শক্তি, তত্ত্বজ্ঞান এবং অন্তর্দৃষ্টির ভিত্তিতে মহানবী (সা.) কে খাতামুল আম্বিয়া মানি এবং বিশ্বাস রাখি, তার লক্ষ্য ভাগের এক ভাগও অন্যরা মানে না আর তাদের সেই যোগ্যতাই নেই। এই সত্য এবং রহস্য যা খাতামুল আম্বিয়ার খতমে নবুয়্যতে রয়েছে এটি তারা বুঝেই না। এরা কেবল নিজেদের পিতা-পিতামহের কাছে একটি শব্দ শুনে রেখেছে, কিন্তু এর প্রকৃত অর্থ এবং তত্ত্ব সম্পর্কে তারা অজ্ঞ। আর জানে না যে, খতমে নবুয়্যত কাকে বলে? আর এতে ঈমান আনার অর্থ এবং মর্ম কী ? কিন্তু আমরা পূর্ণ অন্তর্দৃষ্টির ভিত্তিতে, যা আল্লাহ্ তা'লা ভালো জানেন, মহানবী (সা.)-কে খাতামুল আম্বিয়া হিসেবে বিশ্বাস করি। আর আল্লাহ্ তা'লা আমাদের সামনে খতমে নবুয়্যতের প্রকৃত মর্ম এমনভাবে মেলে ধরেছেন যে, সেই তত্ত্বজ্ঞানের পানীয় যা আমাদেরকে পান করানো হয়েছে তা থেকে আমরা একটি বিশেষ স্বাদ পাই যার ধারণা তারা ব্যতীত অন্যরা করতেই পারে না যারা এই প্রস্রবণ থেকে পান করে পরিতৃপ্ত হয়।"

(মালফুযাত, ১ম খণ্ড, পৃষ্ঠা: ৩৪২)

অতএব, আমাদেরকে যারা খতমে নবুয়্যতের অস্বীকারকারী মনে করে তারা নিজেরা অন্ধ, তাদের হৃদয় অন্তঃসারশূণ্য।কেবল নারাহ্বাজি আর নৈরাজ্য এবং ভাঙ্গচুর করা ছাড়া তাদের কাছে আর কী বা আছে? ইসলামের যে বাণী এখন আহমদীয়া মুসলিম জামাত বিশ্বময় প্রচার করে

চলেছে তা কি এ কথার যথেষ্ট প্রমাণ নয় যে, হযরত খাতামুল আম্বিয়া মুহাম্মাদুর রাসূলুল্লাহ্ (সা.)-এর উম্মতের জন্য কৃত দোয়া থেকে মসীহ্ মওউদ (আ.)-এর জামাতই অংশ পাচ্ছে।

পুনরায় খতমে নবুয়্যতের প্রকৃত মর্ম তুলে ধরতে গিয়ে হযরত মসীহ্ মওউদ (আ.) বলেন,

"আল্লাহ্তা'লা আমাদেরকে সেই নবী (সা.) দিয়েছেন যিনি খাতামুল মু 'মিনীন, যিনি খাতামুল আ'রেফীন এবং খাতামুন্নাবীঈন। অনুরূপভাবে সেই গ্রন্থ তাঁর প্রতি অবতীর্ণ করেছেন যা সবচেয়ে সম্পূর্ণ গ্রন্থ এবং সর্বশ্রেষ্ঠ গ্রন্থ। মহানবী (সা.) যিনি খাতামুন্নাবীঈন, তাঁর পবিত্র সত্তায় নবুয়্যতের পরিসমাপ্তি ঘটেছে। নবুয়্যত এভাবে সমাপ্ত হয় নি যেভাবে কেউ কাউকে গলা টিপে হত্যা করে বা শেষ করে। এভাবে শেষ হওয়া প্রশংসার কারণ নয়। মহানবী (সা.)-এর নবুয়্যতের সমাপ্তির অর্থ হল, সহজাত বা প্রকৃতগত ভাবে তাঁর সত্তায় নবুয়্যতের বৈশিষ্টাবলী চরম ও পরম মার্গে পৌঁছেছে। অর্থাৎ বিভিন্ন প্রকার শ্রেষ্ঠত্ব যা আদম (আ.) থেকে আরম্ভ করে ঈসা (আ.) পর্যন্ত নবীদের দেওয়া হয়েছে, কাউকে কোনটি, অন্য কাউকে অন্য কোনটি, তার পুরোটাই মহানবী (সা.)-এর সত্তায় সমবেত করা হয়েছে এবং এ দৃষ্টিকোণ থেকে প্রকৃতিগতভাবে তিনি খাতামুন্নাবীঈন সাব্যস্ত হলেন। অনুরূপভাবে সমস্ত ওসীয়্যত বা নসীহত আর তত্ত্বজ্ঞান যা বিভিন্ন পুস্তকে চলে আসছে, তা কুরআনের মাঝে পরম রূপ পেয়েছে আর এভাবে কুরআন খাতামুল কুতুব গণ্য হল।"

(মালফুযাত, ১ম খণ্ড, পৃষ্ঠ: ৩৪১-৩৪২)

পুনরায় মহানবী (সা.)-এর সম্মান এবং মর্যাদার কথা বর্ণনা করতে গিয়ে অর্থাৎ চিরকালের জন্য জীবন্ত রসূল হলেন মুহাম্মদ (সা.), এ বিষয়টির ওপর আলোকপাত করতে গিয়ে হযরত মসীহ্ মওউদ (আ.) বলেন-

"বনী ইসরাঈলের অবশিষ্ট ইহুদি হোক বা হযরত ঈসা (আ.) কে যারা খোদা হিসেবে ডাকে এমন খ্রিস্টান হোক, তাদের মাঝে কেউ আছে কি যে, এ সমস্ত নিদর্শনের ক্ষেত্রে আমার মোকাবেলা করতে পারে। আমি উচ্চ স্বরে বলছি যে, কেউ নেই, একজনও নেই। এটি আমাদের মহানবী (সা.)-এর অলৌকিক নিদর্শন প্রদর্শনের প্রমাণ। এটি স্বীকৃত বিষয় যে, অনুসরণীয় নেতার কোন শিষ্যের বা অনুসারীর হাতে বা মাধ্যমে যে সমস্ত নিদর্শন প্রকাশ পায় তা নবীর নিদর্শন বলেই গণ্য হয়। অতএব, যে সমস্ত অলৌকিক নির্দশনাবলী আমাকে দেওয়া হয়েছে, ভবিষ্যদ্বাণীর যে সমস্ত অসাধারণ নিদর্শন আমার জন্য প্রকাশ করা হয়েছে তা সত্যিকার অর্থে মহানবী (সা.)-এর জীবন্ত নিদর্শন। অন্য কোন নবীর অনুসারী আজ এটি নিয়ে গর্ব করতে পারবে না যে, সে-ও তার নিজের মাঝে অনুসরণীয় নবীর আধ্যাত্মিক শক্তির কল্যাণে অলৌকিক নিদর্শন প্রদর্শন করতে পারে। এই গর্ব শুধু ইসলামেরই। আর এই দৃষ্টিকোণ থেকে বুঝা যায়, চিরকালের জন্য জীবন্ত রসূল শুধু হযরত মুহাম্মদ (সা.)-ই হতে পারেন, যার পবিত্র নিঃশ্বাস এবং আধ্যাত্মিক শক্তির কল্যাণে সকল যুগে এক খোদা প্রেমিক ব্যক্তি খোদাকে প্রদর্শনের বা খোদা দেখানোর প্রমাণ দিতে পারে।"

(মালফুযাত, ১ম খণ্ড, পৃষ্ঠ: ৪১৩-৪১৪)

পুনরায় মহানবী (সা.)-এর মর্যাদা এবং সম্মান, তাঁর বিনয় আর খোদা পর্যন্ত পৌঁছার জন্য তাঁর ভালোবাসায় বিলীন হওয়া সম্পর্কে খোদার উক্তির উল্লেখ করতে গিয়ে হযরত মসীহ্ মওউদ (আ.) বলেন,

"হাদীসে এসেছে, যদি ফযল এবং কৃপা না হয় তাহলে মুক্তি লাভ করা সম্ভব নয়। খোদার কৃপাগুণেই মুক্তি লাভ হয়। অনুরূপভাবে হাদীস থেকে জানা যায় যে, হযরত আয়েশা সিদ্দিকা (রা.) মহানবী (সা.)-কে একবার জিজ্ঞেস করেছেন যে, হে আল্লাহ্র রসূল! আপনারও কী একই অবস্থা? অর্থাৎ তিনি (সা.) এই যে বলেছেন, খোদার কৃপা না হলে মুক্তি লাভ করা সম্ভব নয়। হযরত আয়েশা (রা.) তখন প্রশ্ন করেন আপনার ক্ষেত্রেও কী এটি সত্য? রসূল করীম (সা.) মাথায় হাত রাখেন এবং বলেন যে, হ্যাঁ। তিনি (আ.) বলেন, মহানবী (সা.)-এর খোদার পূর্ণ দাসত্বেরই বহিঃপ্রকাশ ছিল যা খোদা তা'লার প্রতিপালন বৈশিষ্ট্যকে আকর্ষণ করছিল। তিনি বলেন, আমরা স্বয়ং এটি অভিজ্ঞতা করেছি আর বার বার পরীক্ষা করেছি, বরং সব সময় আমরা এটিই দেখি যে, বিনয় এবং নম্রতা যখন পরম মার্গে পৌঁছে আর আমাদের আত্মা এই দাসত্ব এবং বিনয়ে প্রবাহিত হয় এবং খোদা তা'লার আস্তানায় গিয়ে পৌঁছে, তখন ওপর থেকে এক জ্যোতি এবং আলো অবতীর্ণ হয় আর এমন মনে হয় যেন একটি নালী বা নালার মাধ্যমে স্বচ্ছ পানি দ্বিতীয় নালীতে প্রবেশ করে। অতএব মহানবী (সা.)-এর অবস্থা কোন কোন ক্ষেত্রে যেভাবে বিনয় এবং নম্রতায় পরম মার্গে উপনীত মনে হয়, সেখানে এটি বুঝা যায় যে, তিনি ততটাই রুহুল কুদুসের সাহায্য এবং আলোয় আলোকিত। যেমনটি আমাদের মহানবী (সা.) কার্যত এবং ব্যবহারিকভাবে প্রদর্শন করেছেন। এমন কি তিনি (সা.)-এর জ্যোতি এবং কল্যাণের গন্ডি এতটা বিস্তৃত যে, চিরকাল এর দৃষ্টান্ত এবং প্রতিচ্ছবি দেখা যায়। এ যুগে খোদা তা'লার যত কল্যাণরাজী এবং কৃপাবারি বর্ষিত হচ্ছে তা তিনি (সা.)-এর আনুগত্য এবং তিনি (সা.)-এর অনুসরণের কল্যাণেই লাভ হয়। তিনি বলেন, আমি সত্য বলছি, কোন ব্যক্তি প্রকৃত পুণ্যবান এবং খোদার সন্তুষ্টি অর্জনকারী গণ্য হতে পারে না আর সেই সকল নিয়ামত, কল্যাণরাজি, তত্ত্বজ্ঞান এবং সত্য দিব্য দর্শনে কল্যাণ মণ্ডিত হতে পারে না যা উন্নত পর্যায়ের আত্মশুদ্ধির স্তরে লাভ হয়, যতক্ষণ মহানবী (সা.)-এর আনুগত্যে সে বিলীন না হবে। এর প্রমাণ স্বয়ং আল্লাহ্ তা'লার কিতাবেই দেখা যায়। আল্লাহ্ তা'লা বলেন, قُلْ اِنْ كُنْتُمْ تُحِبُّوْنَ اللّٰهَ فَاتَّبِعُوْنِيْ يُحْبِبْكُمُ اللّٰهُ (সূরা আলে ইমরান: ৩২) (মালফুযাত, ১ম খণ্ড, পৃষ্ঠা: ২০৩-২০৪) অর্থাৎ মহানবী (সা.)-এর মুখে ঘোষণা করিয়েছেন যে, যদি খোদার ভালোবাসার সন্ধানী হও, তাহলে তাঁর অনুসরণ কর তবেই খোদার ভালোবাসা লাভ হবে।

এরপর মহানবী (সা.) এবং কুরআন মজিদ নাযেল করার উদ্দেশ্য বর্ণনা করতে গিয়ে হযরত মসীহ্ মওউদ (আ.) বলেন,

"আমি পূর্বেও বেশ কয়েকবার বর্ণনা করেছি আর এখনো এটি বলা বৃথা হবে না, তাই আমি বলছি যে, আল্লাহ্ তা'লা নবীদের যে প্রেরণ করেন, আর সবার শেষে মহানবী (সা.)-কে পৃথিবীর হিদায়াতের জন্য পাঠিয়েছেন, আর কুরআন যে নাযিল করেছেন, এর কারণ কী? প্রত্যেক ব্যক্তি যখন কোন কাজ করে সেই কাজের পেছনে একটা উদ্দেশ্য থাকে। এই কথা মনে করা যে, কুরআন নাযিল করা বা মহানবী (সা.)-এর প্রেরণের পিছনে খোদার কোন উদ্দেশ্য বা লক্ষ্য নেই, এটি চরম অবমাননা এবং অশিষ্টাচার বৈকি। কেননা, এতে নাউযুবিল্লাহ্ খোদার প্রতি একটি বৃথা কাজ আরোপিত হয়। অথচ খোদা তা'লার সত্তা পবিত্র, 'সুবহানাহু ওয়া তা'লা শানুহু'। স্মরণ রেখ, পবিত্র কুরআন প্রেরণ এবং মহানবী (সা.)-কে প্রেরণের পিছনে খোদার উদ্দেশ্য হল, পৃথিবীর সামনে তাঁর অসাধারণ রহমতের নিদর্শন প্রদর্শন করা, যেভাবে তিনি বলেছেন, وَمَآ اَرْسَلْنٰكَ اِلَّا رَحْمَةً لِّلْعٰلَمِيْنَ (সূরা আল্-আম্বিয়া: ১০৮)। অনুরূপভাবে কুরআন প্রেরণের উদ্দেশ্যও আল্লাহ্ তা'লা তুলে ধরেছেন আর তা হল- هُدًى لِّلْمُتَّقِيْنَ (সূরা আল্-বাকারা: ০৩)। এগুলো এমন মহান লক্ষ্য এবং উদ্দেশ্য যার কোন নজির খুঁজে পাওয়া যায় না।"

(মালফুযাত, ১ম খণ্ড, পৃষ্ঠা: ৩৪০)

এরপর কুরআনের সুমহান মর্যাদা এবং কুরআনে বিভিন্ন ঐশী গ্রন্থের শ্রেষ্ঠত্ব সমবেত রয়েছে। এগুলো শুধু অতীতের কাহিনী হিসেবে বর্ণনা করা হয় নি বরং মু'মিনের আমল করার জন্য বর্ণিত হয়েছে। তিনি বলেন, "আল্লাহ্ তা'লা চেয়েছেন যেভাবে বিভিন্ন নবীর মাঝে যে শ্রেষ্ঠত্ব ছিল তা মহানবী (সা.)-এর সত্তায় তিনি সমবেত করেছেন, অনুরূপভাবে সকল শ্রেষ্ঠত্ব এবং গুণাবলী যা বিভিন্ন গ্রন্থে ছিল তা কুরআনে সমবেত করেছেন, আর একইভাবে সকল উম্মতে যত শ্রেষ্ঠত্ব ছিল তা এই উম্মতেএকত্রিত করেছেন। অতএব আল্লাহ্ তা'লা চান, আমরা যেন এই সমস্ত শ্রেষ্ঠত্ব অর্জন করি। আর এ কথাও ভুলা উচিত নয় যে,যিনি আমাদের সেই মহান শ্রেষ্ঠত্বের উত্তরাধিকারী করতে চান সে অনুপাতে শক্তিবৃত্তিও তিনি আমাদেরকে দিয়েছেন। কেননা সেই অনুপাতে যদি শক্তিবৃত্তি দেওয়া না হতো, তাহলে সেই সকল শ্রেষ্ঠত্ব আমাদের জন্য পাওয়া সম্ভবই হতো না। এর দৃষ্টান্ত এভাবে দেওয়া যায় যে, কোন ব্যক্তি কিছু লোককে নিমন্ত্রণ দিলে তার জন্য আবশ্যক হবে সেই লোকদের সংখ্যা অনুসারে খাবার প্রস্তুত করা এবং তদনুপাতে সংকুলানের জন্য জায়গাও থাকা। এটি হতে পারে না যে, এক হাজার ব্যক্তিকে আমন্ত্রণ করবে, আর তাদেরকে বসানোর জন্য একটা ছোট কামরা বা ঘর বানাবে।

দাওয়াত করবে বেশ কয়েক হাজার মানুষকে আর জায়গা রাখবে ছোট, এমন হতে পারে না, বরং সে সেই সংখ্যার ব্যাপারে পুরো সচেতন থাকবে, আর তাদের বসার জায়গাও সেই অনুপাতেই করবে। অনুরূপভাবে খোদার গ্রন্থও একটি নিমন্ত্রণ, একটি যিয়াফত। কুরআন একটি নিমন্ত্রণ, একটি যিয়াফত। এর জন্য সারা পৃথিবীকে আমন্ত্রণ জানানো হয়েছে, সারা পৃথিবীর জন্য নিমন্ত্রণ এটি। এই নিমন্ত্রণের জন্য খোদা তা'লা যেই ঘর প্রস্তুত করেছেন তা হল মানুষের অঙ্গ -প্রত্যঙ্গ। আর মানুষের মাঝে যেই সমস্ত শক্তি-নিচয় রয়েছে তা হল স্থান, যাকে বসার জায়গার সাথে তুলনা করা হয়েছে। তাই এটি বলা যে, আমরা কুরআনের অমুক নির্দেশ মেনে চলতে পারি না, এটি কঠিন, এমন ধারণা ভুল। আল্লাহ্ তা'লা মানুষকে যেই সমস্ত শক্তিবৃত্তি দিয়েছেন তা আমলের জন্যই। তিনি আরো বলেন, তাদেরকে যা কিছু অর্থাৎ এই উম্মতের লোকদেরকে, যারা প্রকৃত মুসলমান, যারা বিশুদ্ধ চিত্তে ঈমানের ওপর প্রতিষ্ঠিত তাদেরকে আল্লাহ্ তা'লা শক্তিবৃত্তি দিয়েছেন। তিনি বলেন, শক্তিবৃত্তি ছাড়া কোন কাজ সাধিত হতে পারে না। দৃষ্টান্ত স্বরূপ ষাঁড়, কুকুর বা অন্য কোন প্রাণীর সামনে কুরআনের শিক্ষা উপস্থাপন করলে তাদের জন্য তা বুঝা সম্ভব নয়, কেননা তাদের ভিতর কুরআনের শিক্ষা বহনের জন্য শক্তিবৃত্তি নেই। কিন্তু খোদাতা'লা আমাদেরকে সেই শক্তি এবং বৃত্তি দিয়েছেন, আমরা সেগুলোকে কাজে লাগাতে পারি।"

(মালফুযাত, ১ম খণ্ড, পৃষ্ঠা: ৩৪০-৩৪১)

অতএব, মানুষ যদি নিজেকে পশু মনে না করে, আমার ভিতর শক্তিবৃত্তি নেই, কুরআনের শিক্ষা মেনে চলার শক্তি নেই বা সামর্থ্য নেই, এমন ধারণা ঠিক নয়। আল্লাহ্ তা'লা সত্যিকার মুসলমানকে শক্তিবৃত্তি দিয়েছেন, কুরআনের নির্দেশ পালনের জন্য সেগুলোকে কাজে লাগানো আবশ্যক।

মুসলমানদের আচার-আচরণ কেমন, আর তিনি (আ.) কিভাবে ইসলাম এবং মহানবী (সা.)-এর জন্য আত্মাভিমান প্রদর্শন করতেন দেখুন। এই যুগে সবচেয়ে বড় ইবাদত কী, এটি ব্যাখ্যা করতে গিয়ে একস্থানে তিনি (আ.) বলেন,

"একজন মুসলমানের জন্য আবশ্যক হল ইসলাম এ যুগে যে সমস্ত নৈরাজ্যের সম্মুখীন তা দূরীভূত করার জন্য কিছুটা ভূমিকা রাখা, আর বড় ইবাতদ হল এই নৈরাজ্য দূরীভূ ত করার ক্ষেত্রে সব মুসলমানের কিছু না কিছু ভূমিকা রাখা। এখন যেই সমস্ত পাপ এবং অবমাননাকর বিষয়াদিছড়িয়ে ছিটিয়ে আছে নিজের বক্তৃতা এবং নিজের জ্ঞানের মাধ্যমে আর নিজের সকল শ ক্তিবৃত্তি যা তাকে দেয়া হয়েছে তা নিষ্ঠার সাথে কাজে লাগিয়ে এই সমস্ত বিষয়াদিকে পৃথিবী থেকে দূরীভূত করা উচিত। এই পৃথিবীতে যদি কেউ আরাম এবং সুখ-সাচ্ছন্দ্য লাভ করে এতে লাভ কী। এই দুনিয়াতে কোন মর্যাদা লাভ করলে কী বা লাভ হল। পারলৌকিক প্রতিদান বা পুরস্কার লাভের চেষ্টা কর যার কোন সীমা নেই। সকল মু সলমানের হৃদয়ে আল্লাহ্ তা'লার একত্ববাদ এবং তৌহীদের জন্য সেইভাবে আত্মাভিমান থাকা উচিত যেভাবেনিজের একত্ববাদের জন্য খোদা তা'লার আত্মাভিমান রয়েছে। পৃথিবীতে আমাদের নবী (সা.)-এর মত নির্যাতিত কোথায় আছে যতটা আমাদের নবী (সা.) নির্যাতিত ছিলেন। কোন আবর্জনা, গালি এবং বাজে নাম এমন নেই যা তাঁর প্রতি আরোপ করা হয় নি। এটি কী মুসলমানদের মুখ বন্ধ করে বসে থাকার সময়? এখনো যদি কোন ব্যক্তি দন্ডায়মান না হয় আর সত্যের পক্ষে সত্য সাক্ষ্য দিয়ে মিথ্যাবাদীর মুখ বন্ধ না করে আর কাফেররা আমাদের নবী (সা.)-এর প্রতি নির্লজ্জতার সাথে অপবাদ আরোপ করতে থাকবে আর মানুষকে বিভ্রান্ত করবে এটি যদি সে সহ্য করে, তাহলে স্মরণ রেখ এমন ব্যক্তি কঠোর জিজ্ঞাসাবাদের সম্মু খীন হবে। নিজের যতটা জ্ঞান রয়েছে তা এ পথে ব্যায় করা উচিত। ধর্মের যতটা জ্ঞান আছে এই পথে ব্যায় কর। মানুষকে সমস্যার হাত থেকে রক্ষা করার চেষ্টা কর। হাদীস থেকে প্রমাণিত যে, দাজ্জালকে তোমরা যদি বধ না-ও কর সে মরেই যাবে। প্রবাদ প্রসিদ্ধ আছে যে, 'হার কামাল রযাওয়ালে' (অর্থাৎ চূড়ায় পৌঁছার পর একদিন পতন তো আসবেই)। ত্রয়োদশ শতাব্দী থেকেই এসমস্ত বিপদাপদের সূচনা হয়েছে। এখন তার ধ্বংসের সময় সন্নিকটে। তাই সকল মুসলমানের জন্য আবশ্যক হল যথা সম্ভব মানুষকে আলো এবং জ্যোতি দেখানোর পূর্ণ চেষ্টা করা। "

(মালফুযাত, ১ম খণ্ড, পৃষ্ঠা: ৩৯৪-৩৯৫)

এই আলো এবং জ্যোতির প্রসার এবং প্রচারের জন্য, যেমনটি আমি পূর্বেই বলেছি, আল্লাহ্ তা'লা হযরত মসীহ্ মওউদ (আ.)-কে পাঠিয়েছেন। আমরা সৌভাগ্যবান যে, আমরা তাঁর হাতে বয়আত করেছি। এখন এই কাজকে এগিয়ে নিয়ে যাওয়া আমাদের দায়িত্ব।

হযরত মসীহ্ মওউদ (আ.) বারাহীনে আহমদীয়ায় তাঁর এক ইলহামের উল্লেখ করতে গিয়ে বলেন, সেই ইলহাম হল صَلِّ عَلٰى مُحَمَّدٍ وَاٰلِ مُحَمَّدٍ سَيِّدِ وُلْدِ اٰدَمَ وَخَاتَمِ النَّبِيِّيْنَ অর্থাৎ মুহাম্মদ (সা.) এবং তাঁর বংশের ওপর দরূদ প্রেরণ কর যিনি আদম সন্তানের সর্দার এবং খাতামান্নাবীঈন (সা.)। এটি এই কথার প্রতি ইঙ্গিত যে, সকল উচ্চ মর্যাদা এবং শ্রেষ্ঠত্ব এবং পুরস্কার তাঁর কল্যাণেই লাভ হয়। তাঁকে ভালোবাসারই কল্যাণ এটি, সুবহানাল্লাহ! সেই দু'জগতের সর্দারের আল্লাহ্ তা'লার দরবারে কত বড় মর্যাদা।এটি কত অসাধারণ মর্যাদা যে, তাঁর প্রেমিক খোদার প্রেমাষ্পদে পরিণত হয়, তাঁর সেবক সারা পৃথিবীর সেবায় ধন্য হয়। (ফার্সী পঙক্তি)

হিচ মেহবুবে নুমান্দ হামচু ইয়ারে দিলবারাম, মেহের ও মাহ্ রনীস্ত্ কাদরে দার্দিয়ারে দিলবারাম অঁ কুজা রুয়ে কেহ্ দরাদ হামচু রাভীশে আব ও তাব,ওয়া কুজা বাগে কেহ্ মেহের দরাদ বাহারে দিলবারাম

অর্থাৎ আমার প্রেমাষ্পদের মত কেউ নেই, তাঁর মোকাবেলায় চন্দ্র সূর্যের কোন মূল্যই নেই, তাঁর চেহারার মত ঔজ্জ্বল্য রাখে এমন চেহারা কোথায়, আর এমন বাগান কোথায় যাতে আমার প্রেমাষ্পদের ন্যায় বসন্ত সমীরণ বা বসন্ত বিরাজ করে।"

(বারাহীনে আহমদীয়া, রূাহনী খাযায়েন, ১ম খণ্ড, পৃষ্ঠা: ৫৯৭-৫৯৮)

দরূদ কোন উদ্দ্যেশে পড়া উচিত এই কথার প্রতি দৃষ্টি আকর্ষণ করতে গিয়ে হযরত মসীহ্ মওউদ (আ.) বলেন,

"দরূদ শরীফ..... পড়ার উদ্দেশ্য হওয়া উচিত যেন খোদা তা'লা তাঁর পরম উৎকর্ষ কল্যাণরাজি তাঁর মহাসম্মানিত নবীর প্রতি অবতীর্ণ করেন। সারা পৃথিবীর জন্য তাঁকে কল্যাণের উৎসস্থলে যেন পরিণত করেন। তাঁর সম্মান, তাঁর মর্যাদা ও মহিমা উভয় জগতে যেন প্রকাশ করেন। এই দোয়া পূর্ণ বিনয়ের সাথে করা উচিত। যেভাবে সমস্যার সময় মানুষ পূর্ণ বিগলিত চিত্তে দোয়া করে থাকে। দরূদ শরীফ পড়ার সময় মহানবী (সা.)-এর পবিত্র মর্যাদার জন্য দোয়া করতে গিয়ে সেভাবে দোয়া করা উচিত যেভাবে মানুষ নিজের সমস্যার আবর্তে নিপতিত অবস্থায় দোয়া করে। বরং আরো বেশি মনোযোগ আর আকুতি-মিনতির সাথে দোয়া করা উচিত। নিজের কোন স্বার্থ এর মাঝে থাকা উচিত নয় যে, এর মাধ্যমে আমার এ প্রতিদান লাভ হবে বা এ মর্যাদা আমি পাব, বরং খাঁটি উদ্দেশ্য এটি হওয়া উচিত যে, পরম উৎকর্ষ ঐশী কল্যাণরাজী মহানবী (সা.)-এর প্রতি অবতীর্ণ হোক, তাঁর জালাল এবং সম্মান ইহ এবং পরকালে যেন প্রকাশ পায়।"

(মাকতুবাতে আহমদ, ১ম খণ্ড, পৃষ্ঠা: ৫২৩)

অতএব শত্রু আমাদেরকে যা-ই বলুক না কেন আর যে অপবাদই আমাদের প্রতি তারা আরোপ করতে চায় করতে পারে। আমাদের হৃদয়ে মহানবী (সা.)-এর প্রতি খাঁটি ভালোবাসা বিরাজমান। আর তিনি (সা.)-এর মর্যাদা ও খাতামান্নাবীঈন সংক্রান্ত জ্ঞান সবচেয়ে বেশি আমাদের রয়েছে। এইসব কিছু হযরত মসীহ্ মওউদ (আ.) আমাদেরকে দান করেছেন। আল্লাহ্ করুন শত্রুর প্রতিটি আক্রমণ এবং প্রতিটি যুলুম এবং নিষ্পেষণের ঘটনার পর আমরা যেন ঈমানে অধিক অগ্রগামী হই, পূর্বের চেয়ে অধিক যেন মহানবী (সা.)-এর প্রতি দরূদ প্রেরণ করতে পারি, যেন তাঁর এই মর্যাদার সঠিক উপলব্ধি অন্যান্য মুসলমানদেরমাঝেও সৃষ্টি হয়, আর বিভ্রান্ত মুসলমান যেন সঠিক পথে ফিরে আসে আর পৃথিবীতে ইসলামের আকর্ষণীয় শিক্ষার যেন বিস্তার হয়। (আমীন)

কেন্দ্রীয় বাংলাডেস্ক, লন্ডনের তত্ত্বাবধানে অনুদিত।

****

জুমআর খুতবা

আহমদীয়া মুসলিম জামাতের বিরোধিতা এবং জামাতের সভ্য সদস্যদের প্রতি বিরোধীদের পক্ষ থেকে যুলম এবং অত্যাচার কোন নতুন বিষয় নয়। আর ঐশী জামাতের বিরোধিতাও কোন নতুন সংযোজন নয় বা নতুন কথা নয়। শয়তানরা সবাই সম্মিলিত হয়ে এই বিরোধিতা করে থাকে। আলেম সমাজ এবং নেতারা জনসাধারণের সামনে অদ্ভূত সব কথা নবী এবং তাদের মান্যকারীদের সম্পর্কে বর্ণনা করে তাদেরকে উত্তেজিত করে ঘৃণার অগ্নি প্রজ্জ্বলিত করার চেষ্টা করে।

কিছু মানুষ এমনও আছে যারা বলে, আমাদের আহমদীদের উপর এখন যুলুম এবং অত্যাচার সকল সীমা ছাড়িয়ে গেছে। এখন কঠোরতার উত্তর কঠোরতার মাধ্যমে আমাদের দিতে হবে, আর কত দিন আমরা কষ্ট সহ্য করব? এমন মানুষ গুটিকতক হলেও এরা কিছু যুবকের মন-মানসিকতাকে বিষিয়ে তোলার চেষ্টা করে। এরা বলে যে আমাদের কথা মানানোর জন্য, আমাদের স্বাধীনতার জন্য জাগতিক উপায়-উপকরণ অবলম্বন করা উচিত। হুযূর বলছেন, এটি অজ্ঞতামূলক দৃষ্টিভঙ্গি এবং চরম পর্যায়ের ভ্রান্ত চিন্তাধারা।

আল্লাহ্ তা'লা হযরত মসীহ্ মাওউদ (আ.)-এর সাথে বিজয়, সাহায্য এবং উন্নতির প্রতিশ্রুতি দিয়েছেন, কিন্তু কঠোরতার উত্তর কঠোরতার মাধ্যমে প্রদান করে নয়; বরং প্রেম-প্রীতি, ভালোবাসা ও দোয়ার প্রতি মনোযোগ আকর্ষণের মাধ্যমে। এ কথাই তিনি (আ.) আমাদেরকে বার বার বুঝিয়েছেন যে, জামাতের উন্নতি এবং শত্রুদের ধ্বংস আসবে দোয়ার মাধ্যমে, ইনশা আল্লাহ্। সে কারণে নিজেদের অবস্থাকে আল্লাহ্‌র শিক্ষা সম্মত করে, নিজের মাঝে তাকওয়া সৃষ্টি করে খোদার সামনে বিনত হও।

দু'এক ব্যক্তিও যদি এমন কথা বলে যা জামাতি শিক্ষার পরিপন্থি তা আসলে নৈরাজ্য বা অশান্তি সৃষ্টিরই নামান্তর, শত্রুকে নিজেদের বিরুদ্ধে আরো বিরোধিতার সুযোগ সৃষ্টি করে দেওয়া। বিশেষ করে যখন এমন কথা হোয়াটস্ অ্যাপ, টুইটার বা ফেসবুক বা অন্য কোন মাধ্যমে ছড়ানো হয়।

আমাদেরকে তো এ শিক্ষা অনুসরণ করতে হবে আর এই দিক-নির্দেশনা মেনে চলতে হবে যা হযরত মসীহ্ মওউদ (আ.) আমাদের দিয়ে গেছেন। আমরা গালির উত্তর গালির মাধ্যমেও দিব না আর নৈরাজ্যের উত্তরে নৈরাজ্যও সৃষ্টি করব না; আর আমরা আইনও নিজেদের হাতে তুলে নেওয়ার মাধ্যমে উত্তর দিব না।

তাই একটাই রাস্তা বাকি আছে, তা হল– খোদার দ্বারে ধরনা দিন এবং দোয়াকে পরম পর্যায়ে পৌঁছান।

আমাদের সবার আত্মজিজ্ঞাসা করতে হবে, আমি কি সেই মার্গের দোয়া করেছি কিনা যা আল্লাহ্ তা'লা আমাদের কাছে চান? আমরা কি জাগতিক উপায় উপকরণের প্রতি চেয়ে থাকার পরিবর্তে হৃদয়কে বিগলনের সেই পর্যায়ে পৌঁছিয়েছি যে পর্যায়ে পৌঁছলে দোয়া গৃহীত হয়? আমাদের কাজ হল ধৈর্য্য এবং দোয়ার সাথে খোদার আঁচলকে আঁকড়ে ধরে রাখা। আমাদের কেউ যদি অধৈর্য্য দেখায় তাহলে নিজেরই ক্ষতি করবে।

অন্যান্য মুসলমান নেতৃত্বহারা। একারণে তাদের মাঝে বিভেদ আর বিকৃতি দেখা দিচ্ছে আর তাকওয়ার সাথে দূরত্ব সৃষ্টি হচ্ছে। কিন্তু আমরা যারা আহমদী মুসলমান, মসীহ্ মওউদ (আ.)-এর সত্তায় যাদেরকে আল্লাহ্ তা'লা একজন নেতা দান করেছেন, তাদের প্রতিটি কর্ম ইসলামী শিক্ষাসম্মত হওয়া উচিত। আর আমাদের প্রতিটি কথা তাকওয়া ভিত্তিক হওয়া উচিত। সাময়িক আবেগ উচ্ছাস আমাদের সবসময় এড়িয়ে চলা উচিত।

প্রতিকূল পরিস্থিতিতে যদি আমরা যুগ ইমামের প্রদর্শিত নসীহত এবং দিক নির্দেশনা অনুসরন না করি তাহলে সেই আলো থেকে আমরা দূরে ছিটকে পড়ব যা আল্লাহ্‌র পক্ষ থেকে এই আনুগত্যের কারণে আমাদের লাভ হবে।

মাননীয় মালিক খালেদ সাহেব, পিতা মাননীয় মালিক আইয়ুব আহমদ সাহেব-এর মৃত্যু। মরহুমের প্রশংসাসূচকাগুণাবলীর উল্লেখ এবং জানাযা গায়েব

সৈয়্যদনা হযরত আমিরুল মো'মিনিন খলিফাতুল মসীহ্ আল খামিস (আইঃ) কর্তৃক লন্ডনের বাইতুল ফুতুহ্ মসজিদে **প্রদত্ত ২৩ শে** ডিসেম্বর , ২০১৬, **এর জুমুআর খুতবা (২৩ ফাতাহ , ১৩৯৫ হিজরী শামসী)**

সৌজন্যে: আল-ফযল ইন্টারন্যাশনাল লন্ডন

أَشْهَدُ أَنْ لَّا إِلٰهَ إِلَّا اللّٰهُ وَحْدَهُ لَا شَرِيكَ لَهُ وَأَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّدًا عَبْدُهُ وَرَسُولُهُ

أَمَّا بَعْدُ فَأَعُوذُ بِاللّٰهِ مِنَ الشَّيْطٰنِ الرَّجِيمِ - بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيمِ

اَلْحَمْدُ لِلّٰهِ رَبِّ الْعَالَمِيْنَ۔ اَلرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ۔ مٰلِكِ يَوْمِ الدِّيْنِ۔ اِيَّاكَ نَعْبُدُ وَ اِيَّاكَ نَسْتَعِيْنُ۔

اِهْدِنَا الصِّرَاطَ الْمُسْتَقِيْمَ۔ صِرَاطَ الَّذِيْنَ اَنْعَمْتَ عَلَيْهِمْ غَيْرِ الْمَغْضُوْبِ عَلَيْهِمْ وَلَا الضَّآلِّيْنَ۔

তাশাহুদ, তাঊয এবং সূরা ফাতিহা পাঠের পর হুযূর আনোয়ার (আই.) বলেন,আহমদীয়া মুসলিম জামাতের বিরোধিতা এবং জামাতের সভ্য সদস্যদের প্রতি বিরোধীদের পক্ষ থেকে যুলম এবং অত্যাচার কোন নতুন বিষয় নয়। আর ঐশী জামাতের বিরোধিতাও কোন নতুন সংযোজন নয় বা নতুন কথা নয়। শয়তানরা সবাই সম্মিলিত হয়ে এই বিরোধিতা করে থাকে। আলেম সমাজ এবং নেতারা জনসাধারণের সামনে অদ্ভূত সব কথা নবী এবং তাদের মান্যকারীদের সম্পর্কে বর্ণনা করে তাদেরকে উত্তেজিত করে ঘৃণার অগ্নি প্রজ্জ্বলিত করার চেষ্টা করে। আল্লাহ্ তা'লা কুরআন শরীফে এটি বলে স্পষ্ট করেছেন যে, সব রসুলেরই বিরোধিতা হয়। এমন কোন নবী নেই যার বিরোধিতা হয় নি। নবীদের হাসি-ঠাট্টার লক্ষ্যেও পরিণত করা হয়, শয়তান তাদের কাজে প্রতিবন্ধক সাধার চেষ্টাও করে। তাই জামাতে আহমদীয়া যে বিষয়ের সম্মূখীন তা নতুন কোন কিছু নয়। আল্লাহ্ তা'লা কুরআন শরীফে এ কথা বর্ণনা করতে গিয়ে এক জয়গায় বলেন যে,

وَكَذٰلِكَ جَعَلْنَا لِكُلِّ نَبِيٍّ
عَدُوًّا شَيٰطِيْنَ الْاِنْسِ وَالْجِنِّ يُوْحِيْ بَعْضُهُمْ اِلٰى بَعْضٍ زُخْرُفَ الْقَوْلِ غُرُوْرًا

আর আমরা মানুষ এবং জিনদের মধ্য থেকে বিদ্রোহীদেরকে সকল নবীর শত্রুতে পরিনত করেছি, তাদের কতক কতককে প্রতারণামূলক কথা প্রতার-প্রতারণার ছলে ওহী করে। অর্থাৎ প্রতারণামূলক ধ্যান-ধারণা মানুষের হৃদয়ে সঞ্চার করে।

আল্লাহ্ তা'লার এ উক্তি আজও একই ভাবে সত্য। বিদ্রোহী আলেম সমাজ ধর্মের নামে প্রতারিত করে আর ধোঁকা দিয়ে, প্রতারিত করে জনসাধারণকে ক্ষেপায়। কিছু নেতাও তাদের সাথে যোগ সাজোশে কাজ করে। হযরত মসীহ্ মওউদ (আ.) এবং তাঁর জামাতের প্রতি এমন সব কথা আরোপ করা হয় যেসব কথার কোন অস্তিত্বই নেই, সত্যের সাথে দূরতম কোন সম্পর্ক নেই। অনুরূপভাবে এরা জামাত সম্পর্কে অন্যান্য যেসব কথা বলে বা হযরত মসীহ্ মওউদ (আ.)-কে নিয়ে এরা যেসব হাসি-ঠাট্টা করে এই সব কথাই আল্লাহ্ তা'লা কুরআন শরীফে বর্ণনা করেছেন যে, নবীদের সাথে এসবই হয়ে থাকে। তাঁদের সম্পর্কে মিথ্যাও বলা হয়ে থাকে, তাঁদেরকে হাসি-ঠাট্টার লক্ষ্যেও পরিণত করা হয়, উপহাসও করা হয়। অতএব, ঈমানের উপর প্রতিষ্ঠিত এক আহমদীর জন্য, একজন সত্য এবং প্রকৃত আহমদীর জন্য এই বিরোধিতা আর শত্রুদের আমাদেরকে কষ্ট দেয়া ঈমান বৃদ্ধির কারণ হয়। কিন্তু কিছু মানুষ এমনও আছে যারা বলে, আমাদের আহমদীদের উপর এখন যুলুম এবং অত্যাচার সকল সীমা ছাড়িয়ে গেছে। এখন কঠোরতার উত্তর কঠোরতার মাধ্যমে আমাদের দিতে হবে, আর কত দিন আমরা কষ্ট সহ্য করব? এমন মানুষ গুটিকতক হলেও এরা কিছু যুবকের মন-মানসিকতাকে বিষিয়ে তুলার চেষ্টা করে। এরা বলে যে আমাদের কথা মানানোর জন্য, আমাদের স্বাধীনতার জন্য জাগতিক উপায়-উপকরণ অবলম্বন করা

উচিত। হুযূর বলছেন, এটি অজ্ঞতামূলক দৃষ্টিভঙ্গি এবং চরম মাত্রার ভ্রান্ত চিন্তাধারা। হয় এমন মানুষ আবেগের বশবর্তী হয়ে এটি ভুলে বসেছে যে, আমাদের মৌলিক শিক্ষা কী, হযরত আকদাস মসীহ্ মওউদ (আ.) আমাদের কাছে কী চান, এসব কঠোরতা আর কষ্ট সহ্য করার জন্য তিনি কী নসীহত করেছেন তাঁর জামাতকে; নতুবা এমন মানুষ সহানুভূতিশীল সেজে জামাতে বিভেদের সূচনা করতে চায়। জামাতের উন্নতি দেখে বিরোধীরা বিভিন্ন ভাবে হামলা করে, হয়তো এটিও বিভিন্ন পন্থা অবলম্বন করার একটি রীতি।

আল্লাহ্ তা'লা হযরত মসীহ্ মাওউদ (আ.)-এর সাথে বিজয়, সাহায্য এবং উন্নতির প্রতিশ্রুতি দিয়েছেন, কিন্তু কঠোরতার উত্তর কঠোরতার মাধ্যমে প্রদান করে নয়; বরং প্রেম-প্রীতি, ভালোবাসা ও দোয়ার প্রতি মনোযোগ আকর্ষণের মাধ্যমে। এ কথাই তিনি (আ.) আমাদেরকে বার বার বুঝিয়েছেন যে, জামাতের উন্নতি এবং শত্রুদের ধ্বংস আসবে দোয়ার মাধ্যমে, ইনশা আল্লাহ্। সে কারণে নিজেদের অবস্থাকে আল্লাহ্‌র শিক্ষা সম্মত করে, নিজের মাঝে তাকওয়া সৃষ্টি করে খোদার সামনে বিনত হও। হযরত মসীহ্ মওউদ (আ.) শান্তির যুবরাজ হিসেবে আসার কথা ছিল আর এসেছেনও। তিনি তাঁর মান্যকারীদেরকে প্রথম দিনই বলেছিলেন যে, আমার পথ সহজ নয়, এ পথে অনেক সমস্যা, কঠোরতা রয়েছে। এখানে নিজের আবেগ অনুভূতিকেও পদতলে পিষ্ট করতে হবে, প্রাণ এবং সম্পদের ক্ষয়-ক্ষতিও সহ্য করতে হবে। আল্লাহ্ তা'লার কৃপায় জামাতের সভ্য সদস্যরা এ পথে সকল প্রকার ত্যাগ স্বীকার করে চলেছে। আর আমি যেভাবে বিগত খুতবাগুলোতে বলেও ছিলাম যে তারা আমাকে লেখেন যে, শত্রুর আক্রমণে আমরা ভীত নই, আমাদের ঈমান পূর্বের চেয়ে দৃঢ়তর হচ্ছে। কিন্তু দু'এক ব্যক্তিও যদি এমন কথা বলে যা জামাতি শিক্ষার পরিপন্থি তা আসলে নৈরাজ্য বা অশান্তি সৃষ্টিরই নামান্তর, শত্রুকে নিজেদের বিরুদ্ধে আরো বিরোধিতার সুযোগ সৃষ্টি করে দেয়া। বিশেষ করে যখন এমন কথা হোয়াটস্ অ্যাপ, টুইটার বা ফেসবুক বা অন্য কোন মাধ্যমে ছড়ানো হয়। অতএব, আমরা এই শিক্ষাই অনুসরণ করে আসছি যে, বিরোধীদের যুলুম, অন্যায় আর বর্বরতার প্রত্যুত্তরে আমরা অন্যায় এবং বর্বরতা প্রদর্শন করব না, এমন প্রতিক্রিয়া আমরা ব্যক্ত করব না। কোন সরকারের সাথে অস্ত্রের মাধ্যমেও আমরা মোকাবেলা করব না। আমাদের মোকাবেলা দোয়ার অস্ত্রের মাধ্যমে হবে। আমি যেভাবে বলেছি যে, হযরত মসীহ্ মওউদ (আ.) আমাদেরকে শিক্ষা দিয়েছেন যে, যদি খোদার সাহায্য এবং তাঁর স্নেহ পেতে হয় তাহলে শত্রুর আক্রমণ ও সীমালঙ্ঘনের উত্তর সেভাবে দেবে না বরং ধৈর্য্য ও দোয়ার ভিত্তিতে কার্য সাধন করতে হবে, তবেই আমরা সফলতা লাভ করব।এক জায়গায় হযরত মসীহ্ মওউদ (আ.) বলেন, প্রথমে একটি ফার্সী পঙক্তিতে লিখেছেন, "হে প্রিয়ভাজন! নিষ্ঠা এবং আন্তরিকতা ছাড়া সেই মর্যাদা লাভ হয় না। স্বচ্ছ এবং পরিষ্কার ফোঁটায় পরিণত হও, সে পরিষ্কার এবং স্বচ্ছ ফোঁটা থেকেই রত্ন এবং মুক্তো সৃষ্টি হয়।"

তিনি (আ.) বলেন, "হে আমার বন্ধুগণ, যারা আমার হাতে বয়াত করেছ! খোদা আমাদেরকে এবং তোমাদেরকে সেসব কাজ করার তৌফিক দিন যাতে তিনি সন্তুষ্ট হবেন। আজকে তোমরা সংখ্যায় স্বল্প, তোমাদের তুচ্ছ-তাচ্ছিল্যের দৃষ্টিতে দেখা হয়, আর তোমরা একটা পরীক্ষার সম্মুখীন; আদি থেকে খোদার এই রীতিই চলমান রয়েছে। চতুর্দিক থেকে চেষ্টা করা হবে যেন তোমরা হোঁচট খাও, আর সকল অর্থে তোমাদের দুঃখ -কষ্ট দেয়ার চেষ্টা করা হবে, বিভিন্ন প্রকার কথা তোমাদের শুনতে হবে। প্রত্যেক ব্যক্তি যে মৌখিকভাবে এবং হাতের মাধ্যমে দুঃখ বা কষ্ট দেবে সে মনেকরবে যে, সে ইসলামেরই সেবা করছে।"

আমাদের বেশির ভাগ বিরোধী, যারা সাধারণ মানুষ, জ্ঞানের স্বল্পতার কারণে বিরোধিতা করে। মৌলভীরা তাদের মাথায় এ কথা বদ্ধমূল করেছে যে, আহমদীদের বিরোধিতা ইসলামের অনেক বড় এক সেবা।

তিনি বলেন, "এরা মনে করে যে এরা ইসলামকে সাহায্য করছে। তিনি বলেন, কিছু আসমানী পরীক্ষাও তোমাদের উপর আপতিত হবে, সকল ভাবে তোমাদের পরীক্ষা করা হবে। অতএব, এখন মনোযোগ সহকারে শুন! তোমাদের বিজয়ী এবং জয়যুক্ত হওয়ার পথ এটি নয় যে, শুষ্ক যুক্তির আশ্রয় নিবে বা উপহাসের মোকাবেলায় উপহাস করবে, গালির প্রত্যুত্তরে গালি দিবে। কেননা এ পন্থাই যদি তোমরা অবলম্বন কর তবে তোমাদের হৃদয় কঠোর হয়ে যাবে আর তোমাদের ভিতর শুধু কথাই অবশিষ্ট থাকবে যার প্রতি খোদা ঘৃণা রাখেন এবং যা অপছন্দের দৃষ্টিতে দেখেন। অতএব, নিজেদের উপর দু'টো অভিশাপকে আমন্ত্রণ জানাবে না। একটি সৃষ্টির অভিশাপ, অপরটি খোদার।"

(ইযালায়ে আওহাম, রূহানী খাযায়েন, ৩য় খণ্ড, পৃষ্ঠা: ৫৪৬-৫৪৭)

অতএব, আমাদেরকে তো এ শিক্ষা অনুসরণ করতে হবে আর এই দিক-নির্দেশনা মেনে চলতে হবে যা হযরত মসীহ্ মওউদ (আ.) আমাদের দিয়ে গেছেন। আমরা গালির উত্তর গালির মাধ্যমেও দিব না আর নৈরাজ্যের উত্তরে নৈরাজ্যও সৃষ্টি করব না; আর আমরা আইনও নিজেদের হাতে তুলে নেয়ার মাধ্যমে উত্তর দিব না। কিন্তু প্রায় সময় যা দেখাগেছেতা হল, পাকিস্তান এবং অন্যান্য মুসলমান দেশে বৈধভাবেও যদি আমরা আত্মরক্ষামূলক ব্যবস্থা নেই তবে আইন আমাদের সমর্থন না করে অত্যাচারীকে সমর্থন করে। নির্যাতিত আহমদী বন্দীদের জামিনও এই কারণেই হয় না যে, আদালত মৌলভীদের সামনে অসহায়। আদালতের বাহিরে দন্ডায়মান মৌলভী আদালতে সংবাদ পাঠায় যে, যদি জামিন হয় তাহলে তোমাকে দেখে নিব; আর অধিকাংশ বিচারক এ কারণে ভয়ের বশবর্তী হয়ে পরের তারিখ দিয়ে দেয়, সিদ্ধান্ত দেয় না। অতএব, আইন প্রয়োগকারী সংস্থাও আমাদের সঙ্গ দেওয়ার জন্য প্রস্তুত নয় আর আইনও ইনসাফ করার জন্য প্রস্তুত নয়। দেশে নৈরাজ্য সৃষ্টি করাও আমাদের শিক্ষা পরিপন্থি। তাই একটাই রাস্তা বাকি আছে, তা হল- খোদার দ্বারে ধরণা দিন এবং দোয়াকে পরম পর্যায়ে পৌঁছান।

হযরত মসীহ্ মওউদ (আ.) বলেন-

"দোয়া এবং দোয়া গৃহীত হওয়ার মধ্যবর্তী সময়ে প্রায়শঃ পরীক্ষার পর পরীক্ষা এসে থাকে। আর এমন সব পরীক্ষা আসে যা কোমর ভেঙ্গে দেয়। কিন্তু অবিচল আর দৃঢ়চিত্ত, নেক প্রকৃতির মানুষ এমন পরীক্ষা এবং সমস্যায় নিজের প্রভুর পুরস্কারের সৌরভ পায় এবং অন্তর্দৃষ্টির ভিত্তিতে সে দেখে যে, এরপর সাহায্য আসতে যাচ্ছে। এসব পরীক্ষা আসার পিছনে একটি রহস্য হল, এতে দোয়ার জন্য এক আবেগ এবং উচ্ছাস হৃদয়ে দানা বাধে; কেননা যতটা ব্যকুলতা আর উৎকণ্ঠা বৃদ্ধি পাবে ততই হৃদয় বিগলিত হতে থাকবে, আর এটি দোয়া গৃহীত হওয়ার উপকরণগুলোর একটি। হৃদয় যতটাই বিগলিত হবে, যতই মানুষ কাঁদবে আর আহাজারি করবে, এটি আসলে দোয়া গৃহীত হওয়ার একটি উপকরণ যা আল্লাহ্ তা'লা সৃষ্টি করেন। তাই মনোবল হারানো উচিত নয়, অধৈর্য্য এবং ব্যকুলতার বশবর্তী হয়ে আল্লাহ্ সম্পর্কে কু-ধারণা পোষণ করা উচিত নয়।"

(মালফুযাত, ৪র্থ খণ্ড, পৃষ্ঠা: ৪৩৪-৪৩৫)

তো এই হল আমাদের দায়িত্ব। আল্লাহ্ তা'লার হযরত মসীহ্ মওউদ (আ.)-কে প্রদত্ত প্রতিশ্রুতি অবশ্যই সত্য। অবশ্যই আল্লাহ্ তা'লা দোয়াও কবুল এবং গ্রহণ করেন। আমাদের সবার আত্মজিজ্ঞাসা করতে হবে, আমি কি সেই মার্গের দোয়া করেছি কিনা যা আল্লাহ্ তা'লা আমাদের কাছে চান?আমরা কি জাগতিক উপায় উপকরণের প্রতি চেয়ে থাকার পরিবর্তে হৃদয়কে বিগলনের সেই পর্যায়ে পৌঁছিয়েছি যে পর্যায়ে পৌঁছলে দোয়া গৃহীত হয়? এসব মানদন্ডের খবর কেবল আল্লাহ্ তা'লাই রাখেন। আমরা চেষ্টা করলেও কেউ বলতে পারবে না যে, আমি এই মানে পৌঁছে গেছি বা এই মান আমার হস্তগত হয়েছে কিন্তু তাসত্ত্বেও দোয়া গৃহীত হয় নি, দোয়া কবুল হয় নি। অতএব আমরা জানি না; কোন মানের দোয়া হচ্ছে তা আল্লাহ্ তা'লাই ভাল জানেন।

আমাদের কাজ হল ধৈর্য্য এবং দোয়ার সাথে খোদার আঁচলকে আঁকড়ে ধরে রাখা। আমাদের কেউ যদি অধৈর্য্য দেখায় তাহলে নিজেরই ক্ষতি করবে। যারা কষ্টের ভেতর আছে, যেসমস্ত দেশে মানুষ কষ্টের সম্মুখীন, বিশেষ করে পাকিস্তানে, তাদের সংখ্যাগরিষ্ঠ শ্রেণী ধৈর্য্য ধারণ করছেন এবং দোয়া করছেন, আর আল্লাহ্‌র ফযলে ঈমানেও তারা দৃঢ়। কিন্তু যারা দূরে বসে আছে আর বাহ্যত যাদের কোন কষ্ট নেই, তারাই বেশির ভাগ ক্ষেত্রে কথা বলছে। অতএব এদের উচিত হবে ভাইদের প্রতি যদি সহমর্মিতা থেকে থাকে তাহলে খোদার আঁচলকে আঁকড়ে ধরুন।

হযরত মসীহ্ মওউদ (আ.) এক জায়গায় বলেন- "যদি কেউ গালি দেয় তাহলে আমাদের অভিযোগ আল্লাহ্ তা'লার দরবারে, অন্য কোন আদালতে নয়; তা সত্ত্বেও মানব জাতির প্রতি সহানুভূতিশীল হওয়া আমাদের দায়িত্ব।"

(সীরাজে মুনীর, রূহানী খাযায়েন, দ্বাদশ খণ্ড, পৃষ্ঠা: ২৮)

গালি শুনেও সহানুভূতি প্রদর্শন করতে হবে। অতএব সরাসরি কষ্টের সম্মুখীন হোক বা না হোক, আমাদের সবার উচিত হবে ধৈর্য্য এবং দোয়ার আঁচল ধরে রাখা; আর এটিই ঈমানের চিহ্ন।

হযরত মসীহ্ মওউদ (আ.) তাঁর সাথে চলা যে সহজ ব্যাপার নয় তা বলতে গিয়ে বলেন- "যদি কেউ আমার সাথে চলতে না চায় তাহলে তার আমাকে পরিত্যাগ করা উচিত। আমি জানি না আমাকে কোন্ ভয়াবহ জঙ্গল এবং কন্টকাকীর্ণ মরু অতিক্রম করতে হবে। অতএব যাদের পা নাযুক আর স্পর্শকাতর, তারা কেন আমার সাথে এসে নিজেদের সমস্যার মুখে ঠেলে দেয়? যারা আমার, তারা আমার থেকে বিচ্ছিন্ন হতে পারে না। সমস্যার কারণেও নয় আর মানুষের গালমন্দের কারণেও নয়, কোন আসমানী পরীক্ষা এবং সমস্যার কারণেও নয়। যারা আমার নয় তারা বৃথা বন্ধুত্বের দাবি করে, কেননা তাদেরকে অচিরেই পৃথক করা হবে। তাদের পরের অবস্থা পূর্বের অবস্থার চেয়ে শোচনীয় হবে। আমরা কি ভূমিকম্পে ভয় পেতে পারি? আমরা কি খোদার পথে পরীক্ষা দেখে ভয় পেতে পারি? আমরা কি আমাদের প্রিয় খোদার কোন পরীক্ষায় তাঁকে ছাড়তে পারি? মোটেই নয়। কিন্তু এমনটি শুধু তাঁর কৃপা এবং করুণায় হবে। অতএব যারা বিচ্ছিন্ন হওয়ার তারা যেন পৃথক হয়ে যায়। তাদেরকে বিদায়ের সালাম। কিন্তু স্মরণ রাখবেন যে, কু-ধারণা পোষণ এবং সম্পর্ক ছিন্ন করার পর কোন সময় ফিরে আসলেও আল্লাহ্‌র দরবারে তাদের সেই সম্মান থাকবে না যা বিশ্বস্ত লোকদের হয়ে থাকে। কেননা কু-ধারণা এবং বিশ্বাসঘাতকতার কলঙ্ক অনেক বড় কলঙ্ক হয়ে থাকে।"

(আনোয়ারুল ইসলাম, রূহানী খাযায়েন, ৯ম খণ্ড, পৃষ্ঠা: ২৩-২৪)

একজন মু'মিনের তাকওয়ার মান অনেক উঁচু হয়ে থাকে। শত্রুর পক্ষ থেকে কষ্টের সম্মুখীন হওয়া সত্ত্বেও তারা সকল প্রকার কষ্টের মোকাবেলা করে, শত্রুপ্রদত্ত কষ্টের প্রতি ভ্রুক্ষেপ করে না। অন্যের পক্ষ থেকে কষ্ট এবং দুঃখ পাওয়া সত্ত্বেও তারা দুঃখ এবং কষ্ট সহ্য করার জন্য প্রস্তুত থাকে। তারা নৈরাজ্য সৃষ্টি করে না বরং শান্তির দূত হিসেবে বিরাজ করে। এই বিষয়টি বর্ণনা করতে গিয়ে তিনি(আ.) বলেন-

"নিশ্চিতভাবে স্মরণ রেখো যে, মুত্তাকী মু'মিনের হৃদয়ে কোন প্রকার দুষ্কৃতি বিরাজ করে না। মু'মিনের তাকওয়ার মান যতই বৃদ্ধি পেতে থাকে ততই সে কেউ শাস্তি বা কষ্ট পাক এটি পছন্দ করে না, ততই সেটি অপছন্দ করে। তাকওয়া বৃদ্ধির পাশাপাশি সহানুভূতি বৃদ্ধি পেতে থাকে। সে শত্রুর জন্যও এটি পছন্দ করে না যে সে শাস্তি এবং কষ্ট পাবে। তিনি বলেন, মুসলমান কখনো বিদ্বেষপরায়ণ হতে পারে না। সত্যিকার মুসলমান বিদ্বেষপরায়ণ হয় না। হ্যাঁ, অন্যান্য জাতি এতটা বিদ্বেষপরায়ণ হয়ে থাকে যে তাদের হৃদয় থেকে অন্যের প্রতি বিদ্বেষ কখনো দূর হয় না, সবসময় প্রতিশোধের সুযোগ খুঁজে। কিন্তু আমরা দেখি যে, আমাদের বিরোধীরা আমাদের সাথে কী কী ব্যবহার করেছে, কোন দুঃখ এবং কষ্ট যা তাদের পক্ষে পৌঁছানো সম্ভব ছিল তারা তা পৌঁছিয়েছে। তা সত্ত্বেও তাদের সহস্র সহস্র ভ্রান্তি ক্ষমা করার জন্য আমরা এখনো প্রস্তুত। অতএব তোমরা যারা আমার সাথে সম্পর্ক রাখ, স্মরণ রেখো, তোমরা প্রত্যেক ব্যক্তি, সে যে ধর্মেরই অনুসারী হোক না কেন, তার প্রতি সহানুভূতি প্রদর্শন কর। ধর্ম-বর্ণ নির্বিশেষে সবার সাথে পুণ্যের ব্যবহার কর।"

(মালফুযাত, ৭ম খণ্ড, পৃষ্ঠা: ২৮৫)

অন্যান্য মুসলমান নেতৃত্বহারা। একারণে তাদের মাঝে বিভেদ আর বিকৃতি দেখা দিচ্ছে আর তাকওয়ার সাথে দূরত্ব সৃষ্টি হচ্ছে। কিন্তু আমরা যারা আহমদী মুসলমান, মসীহ্ মওউদ (আ.)-এর সত্তায় যাদেরকে আল্লাহ্ তা'লা একজন নেতা দান করেছেন, তাদের প্রতিটি কর্ম ইসলামী শিক্ষাসম্মত হওয়া উচিত। আর আমাদের প্রতিটি কথা তাকওয়াভিত্তিক হওয়া উচিত। সাময়িক আবেগ উচ্ছাস আমাদের সবসময় এড়িয়ে চলা উচিত। আমাদের হৃদয়কে আমাদের খতিয়ে দেখা উচিত যে, এতে কতটা তাকওয়া রয়েছে।

তাকওয়া কী আর প্রকৃত তাকওয়ার চিহ্ন কী, একজন পুণ্যবান এবং মুত্তাকীর প্রতিক্রিয়া কেমন হওয়া উচিত এটি বর্ণনা করতে গিয়ে হযরত মসীহ্ মওউদ (আ.) বলেন-

"প্রকৃত তাকওয়া এবং অজ্ঞতা সহাবস্থান করতে পারে না। প্রকৃত তাকওয়া নিজের সাথে এক জ্যোতি রাখে যেভাবে আল্লাহ্ তা'লা বলছেন,

يَاَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا اِنْ تَتَّقُوا اللّٰهَ يَجْعَلْ لَّكُمْ فُرْقَانًا وَّيُكَفِّرْ
عَنْكُمْ سَيِّاٰتِكُمْ (الانفال:30) وَيَجْعَلْ لَّكُمْ نُوْرًا تَمْشُوْنَ بِهٖ (الحديد:29)

অর্থাৎ হে বিশ্বাসীগণ যদি তোমরা তাকওয়ার ওপর অবিচল থাক আর খোদার জন্য তাকওয়ার বৈশিষ্ট্যে দৃঢ়চিত্ত ও অবিচল থাক, তাহলে আল্লাহ্ তা'লা তোমাদের এবং অন্যদের মাঝে এক পার্থক্য সৃষ্টি করবেন। এ পার্থক্য হল, তোমাদের এক জ্যোতি দেয়া হবে, যেই জ্যোতির কল্যাণে তোমরা সব পথ অতিক্রম করবে। অর্থাৎ সেই আলোয় তোমাদের সকল কথা, কর্ম, শক্তি, বৃত্তি এবং ইন্দ্রীয় আলোকিত হবে। তোমাদের মন-মস্তিষ্ক আলোকিত থাকবে, তোমাদের এক অনুমানের কথায়ও আলো থাকবে। তোমাদের চোখে আলো, তোমাদের কান, জিহ্বা, বক্তৃতা, তোমাদের প্রতিটি গতিবিধি এবং স্মৃতিতেও আলো ও জ্যোতিঃ থাকবে, আর যে পথে তোমরা চলাফেরা করবে সেই পথ জ্যোতির্মন্ডিত হবে। বস্তুত তোমাদের যত পথ আছে, তোমাদের শক্তি বৃত্তির পথ, তোমাদের ইন্দ্রীয়ের পথ, এক কথায় সবই আলোতে পরিপূর্ণ হয়ে যাবে। হাত, পা, দেহ যা-ই তোমরা সঞ্চালিত করবে তা হয় নূর অর্জনের জন্য হবে, নতুবা নূরের বা আলোর প্রসারের জন্য হবে। তোমাদের চিন্তাধারা শুধু আলো বিচ্ছুরণকারী আর আলোতে পরিপূর্ণ হবে। তোমরা মূর্তিমান নূরে বিচরণকারী হবে।"

(আয়েনায়ে কামালাতে ইসলাম, ৫ম খণ্ড, পৃষ্ঠা: ১৭৭-১৭৮)

অতএব আমাদের কথায় যদি অন্যদের মত কান্ডজ্ঞান বিবর্জিত আবেগ-উচ্ছাস থাকে তাহলে এটি তাকওয়া নয়। আমাদের কর্ম যদি ইসলামী শিক্ষাসম্মত না হয় তাহলে এটি তাকওয়া নয়। আমাদের কথা এবং কর্মে যদি খোদার আলোর বহিঃপ্রকাশ না ঘটে তাহলে আমাদের তাকওয়া সম্পর্কে চিন্তা করতে হবে। প্রতিকূল পরিস্থিতিতে যদি আমরা যুগ ইমামের প্রদর্শিত নসীহত এবং দিক নির্দেশনা অনুসরন না করি তাহলে সেই আলো থেকে আমরা দূরে ছিটকে পড়ব যা আল্লাহ্র পক্ষ থেকে এই আনুগত্যের কারণে আমাদের লাভ হবে। অতএব আমাদের প্রথমে আত্মজিজ্ঞাসা করার প্রয়োজন রয়েছে। যদি আমাদের তাকওয়ার মান এত উন্নত হয় যে খোদার নূর আমরা দেখতে পাই; আমাদের এটি দেখতে হবে যে, সেই নূর দেখতে পাই কিনা; আমাদের দোয়া বিগলনের সেই স্তরকে স্পর্শ করছে কিনা যা একজন সত্যিকার দোয়াকারীর থাকা উচিত বা যা আল্লাহ্ তা'লা চান– তাহলে আমাদের মাঝে এই বিশ্বাস সৃষ্টি হওয়া উচিত যে, আল্লাহ্ তা'লার সাহায্য সমর্থন নিকটে আর আল্লাহ্ তা'লাই আমাদেরকে দেশও দিবেন আর আমাদের জন্য ভূমিকেও সমতল করে দিবেন, ইনশাআল্লাহ্। যদি এর বাইরে থেকে আমরা কিছু অর্জন করতে চাই তাহলে কিছুই লাভ হবে না। আমাদের সামনে সেসব সংগঠনের উদাহরণ রয়েছে যারা ইসলামের নামে আর অঢেল সম্পদের বলে বলীয়ান হয়ে কোটি কোটি ডলার খরচ করে সরকার ইসলামী সরকার গঠন করতে চায়, কিন্তু নৈরাজ্য আর জুলুম ও বর্বরতা ছাড়া আর কিছুই তাদের পক্ষ থেকে প্রকাশ পায় না। সাময়িকভাবে কোন অঞ্চল দখল করলেও তাও তাদের হাত থেকে ফসকে গেছে। তারা অবশ্যই ইসলামের জন্য কলঙ্ক আখ্যায়িত হয়, তারা পৃথিবীতে ইসলামকে দুর্নাম করছে, কেউ তাদেরকে ইসলামের সেবক আখ্যা দেয় না। এখন ইসলামসেবা বা ইসলামের খেদমত এবং ইসলামের প্রচার হযরত মসীহ্ মওউদ (আ.)-এরই অদৃষ্ট, তাঁর মাধ্যমেই এবং তাঁর জামাতের মাধ্যমে। আর এটি তখনই সম্ভব, যদি আমরা খোদার প্রেরিত এই মহাপুরুষের পদাঙ্ক অনুসরণ করি। নতুবা জাগতিক দৃষ্টিকোণ থেকে আমরা যত চেষ্টাই করি না কেন, আমাদের কাছে সেই শক্তি সামর্থ্যও নেই আর উপায় উপকরণও নেই যে আমরা কিছু অর্জন করব। কিন্তু যদি আমরা নিজেদের মাঝে তাকওয়া সৃষ্টি করি, যদি আমরা আমাদের হৃদয়ে খোদাভীতি সৃষ্টি করি, যদি আমরা আমাদের দোয়াকে পরম মার্গে পৌঁছিয়ে থাকি, তাহলে যেভাবে হযরত মসীহ্ মওউদ (আ.) কুরআনের বরাতে বলেছেন যে, আমাদেরকে সেই জ্যোতি বা সেই শক্তি প্রদান করা হবে, যার মোকাবেলা পৃথিবীর বড় বড় শক্তিও করতে পারবে না। খোদার আরেকটি উক্তিও রয়েছে যে, اِنَّ اَكْرَمَكُمْ عِنْدَ اللّٰهِ اَتْقٰكُمْ অর্থাৎ খোদার দৃষ্টিতে তোমাদের মাঝে সে সবচেয়ে সম্মানিত, যে সবচেয়ে বেশি তাকওয়াশীল। তাই প্রশ্ন দাঁড়ায় খোদা তা'লা কি ভুল বলছেন, (নাউযুবিল্লাহ) এক দিকে তিনি মুত্তাকীদের সম্মানিত বলবেন, অপর দিকে দুনিয়ার লোকদের সামনে তাদেরকে লাঞ্ছিত ছেড়ে দেবেন? মোটেই নয়। এটি সত্য কথা যে, নবী এবং তাদের জামাতকে দুনিয়ার কীটদের বিরোধিতার সম্মুখিন হতে হয়। হযরত মসীহ্ মওউদ (আ.) নিজেই এটি বর্ণনা করেছেন। কিন্তু প্রশ্ন হল, এমন সকল ক্ষেত্রে শত্রু নিজেই কি ব্যর্থ হয় নি, বিফোল মনোরোথ হয় নি? প্রত্যেক ব্যক্তি, যে জামাতের উন্নতির পথে বাঁধ সাধার জন্য দাড়িয়েছে বা উন্নতির পথে যে বাঁধা সৃষ্টি করা হয়েছে, এর ফলে কি জামাত আরো অধিক প্রসার লাভ করে নি? বিরোধিরা অভ্যন্তরীন ষড়যন্ত্র করেছে, বহিরাগত অস্ত্র ব্যবহার করেছে; কিন্তু জামাত উন্নতির রাজপথ পাড়ি দিয়ে আজকে পৃথিবীর ২০৯টি দেশে প্রতিষ্ঠিত হয়েছে। এরা যদি এক জায়গায় আমাদের চাপা দেওয়ার চেষ্টা করে তাহলে আল্লাহ্ তা'লা দশ টি অন্য স্থানে পূর্বের চেয়ে অধিক প্রসার লাভের উপকরণ এবং সুযোগ সৃষ্টি করেন। আল্লাহ্ তা'লা তো বলেন, তাকওয়ার ক্ষেত্রে অগ্রগামী একজন সাধারণ মানুষকেও আমি সম্মান না দিয়ে পরিত্যাগ করি না। তাই প্রশ্ন দাঁড়ায় যে ব্যক্তিকে স্বয়ং আল্লাহ্ তা'লা পাঠিয়েছেন আর গত সোয়াশ' বছর ধরে যার সমর্থনে আমরা ঐশী সমর্থন দেখতে পাচ্ছি, আজকে আল্লাহ্ তা'লা তাঁর জামাতকে বাকী প্রতিশ্রুতি রক্ষা করা ছাড়াই সম্মান না দিয়ে পরিত্যাগ করবেন? এটি কখনও হতে পারে না। কিন্তু যেভাবে হযরত মসীহ্ মওউদ (আ.) বলেছেন যে, এই সব কিছু দৃঢ়চিত্ততা এবং অবিচলতার মাধ্যমে লাভ হবে, এটি কিন্তু শর্ত। যদি আমরা অবিচলতার সাথে খোদার আঁচল আঁকড়ে ধরে রাখি তাহলে শত্রুর ধ্বংসও আমরা দেখব, ইনশাআল্লাহ্।

হযরত আকদস মসীহ্ মওউদ (আ.) বলেন-

"যদি তোমাদের জীবন এবং তোমাদের মৃত্যু, তোমাদের প্রতিটি গতিবিধি, তোমাদের ক্রোধ ও কোমলতা, অর্থাৎ তোমাদের প্রসন্নতা এবং রাগ যদি সম্পূর্ণভাবে খোদার জন্য হয়, ব্যক্তি স্বার্থের বশবর্তী হয়ে কারো সাথে রাগান্বিত হবে না বা জাগতিক কোন কিছু দেখে আনন্দিত হবে না, খোদার সন্তুষ্টির জন্য যদি সব কিছু হয়, সকল তিক্ততা এবং সমস্যার সময় যদি তোমরা খোদার পরীক্ষা না নাও, যদি খোদার সাথে সম্পর্ক ছিন্ন না কর বরং এগিয়ে যেতে থাক, তাহলে আমি সত্য সত্যই বলছি যে, তোমরা খোদার এক বিশেষ জাতিসত্তায় পরিণত হবে। তোমরাও মানুষ, যেমনটি কিনা আমি; আর তিনি আমার খোদা, সেই খোদাই আমার খোদা যিনি তোমাদের। অতএব, নিজেদের পবিত্র শক্তি নীচয়কে নষ্ট কর না। যদি তোমরা পুরোপুরি খোদার দিকে বিনত হও তাহলে জেনে রেখো, খোদার ইচ্ছার বশবর্তী হয়ে বলছি, তোমরা খোদার এক মনোনিত জামাতে পরিণত হবে। আল্লাহ্ তা'লার মাহাত্ম্য নিজেদের হৃদয়ে গেঁথে নাও, তাঁর একত্ববাদের স্বীকারোক্তি কেবল মৌখিকভাবে নয় বরং ব্যবহারিকভাবে কর, যেন খোদাও ব্যবহারিকভাবে তাঁর স্নেহ এবং অনুগ্রহ তোমাদের জীবনে প্রকাশ করতে পারেন।"

(আল ওসীয়্যত, রূহানী খাযায়েন, ২০তম খণ্ড, পৃষ্ঠা: ৩০৮)

অতএব, আমাদের সকলের নিজেদের ব্যবহারিক অবস্থায় পরিবর্তন আনার প্রয়োজন রয়েছে। যারা দুর্বল তারা যেন আত্মবিশ্লেষণ করে, যারা নিজেদের ভাল বা নেকীতে অগ্রগামী মনে করে তাদেরও নেকীর ক্ষেত্রে এগিয়ে যাওয়ার নতুন নতুন পথ সন্ধান করা উচিত। আল্লাহ্ই ভাল জানেন উত্তম কে আর আমরা আমাদের লক্ষ্য কতটা অর্জন করেছি। আল্লাহ্ তা'লা আমাদেরকে একস্থানে স্থির এবং স্থবীর দেখতে চান না। কারো এই কথা মনে করা উচিত নয় যে, আমি এখন ভাল হয়ে গেছি আর পুণ্যে এগিয়ে যাচ্ছি বা সব পুণ্য অর্জিত

হয়ে গেছে। আমাদের নিজেদের মান উন্নত করার প্রতি মনোযোগ নিবদ্ধ করতে হবে।

হযরত মসীহ্ মওউদ (আ.) এক জায়গায় বলেন- "আল্লাহ্ তা'লা আমাকে সম্বোধন করে বলেছেন, আমি যেন আমার এই জামাতকে সংবাদ দেই যে, যারা ঈমান এনেছে, এমন ঈমান যার সাথে জাগতিকতার কোন মিশ্রণ নেই, সেই ঈমান কপটতা এবং ভীরুতায় কলুষিত নয়, আর সেই ঈমান আনুগত্যের যে কোন মানে অধঃপতিত নয়, এমন মানুষ খোদার দৃষ্টিতে পছন্দনীয়। আল্লাহ্ তা'লা বলছেন যে, তাদের পদচারনাই নিষ্ঠাপূর্ণ।"

(আল ওসীয়্যত, রূহানী খাযায়েন, ২০তম খণ্ড, পৃষ্ঠা: ৩০৮)

অতএব, এই নিষ্ঠাপূর্ণ পদচারণারই প্রয়োজন রয়েছে, যেন আমরা সেই সব বিজয়ের দৃশ্যাবলী প্রত্যক্ষ করি যা হযরত মসীহ্ মওউদ (আ.)-এর সাথে সম্পৃক্ত, যা আল্লাহ্ তা'লা তাঁর জন্য নির্ধারণ করে রেখেছেন। এই পরীক্ষার যুগের একদিন অবশ্যই অবসান ঘটবে, কিন্তু এই ক্ষেত্রে গতি সঞ্চারের জন্য আমাদের তাকওয়ার মানকে বৃদ্ধি করার, ক্রমাগতভাবে বৃদ্ধি করার প্রয়োজন রয়েছে। নিশ্চয় খোদা তা'লা এ যুগে এই জামাত যে প্রতিষ্ঠা করেছেন তার উদ্দেশ্য হল, পৃথিবীতে ইসলামের নামকে সমুন্নত করা এবং ইসলামের প্রসারের জন্য এবং ইসলাম যেন সকল ধর্মের ওপর জয়যু ক্ত হতে পারে। আল্লাহ্ তা'লা হযরত মসীহ্ মওউদ (আ.)-এর সাথে এই ওয়াদা করেছেন যে, জামাত উন্নতি করবে, প্রসার লাভ করবে, ফুলে ফলে সুশোভিত হবে। পৃথিবীর কোন শক্তি এই জামাতকে ধ্বংস করতে পারবে না।

তিনি (আ.) বলেন- "এই কথা মনে কর না যে আল্লাহ্ তা'লা তোমাদেরকে ধ্বংস করবেন বা ব্যর্থ করবেন, তোমরা খোদার হাতে বপিত একটা বীজ যা ভূপৃষ্ঠে বপিত হয়েছে। খোদা বলেন, এই বীজ অঙ্কুরিত হবে, ফুলে ফলে সুশোভিত হবে, চতুদিকে এর শাখা বিস্তার লাভ করবে আর এটি এক বিশাল মহিরূহে পরিণত হবে।"

(আল ওসীয়্যত, রূহানী খাযায়েন, ২০তম খণ্ড, পৃষ্ঠা: ৩০৮)

আমাদের সকলেই এই মহিরূহের ফুলে-ফলে পরিপূর্ণ শাখায় পরিণত হবে, খোদার কাছে এই দোয়াই আমার থাকবে। হযরত মসীহ্ মওউদ (আ.)-এর নিজের জামাতের কাছে যেসব প্রত্যাশা রয়েছে তা যেন আমাদের সত্তায় পূর্ণ হয়, আমরা যেন তাকওয়ার ক্ষেত্রে উন্নতি করতে পারি। দোয়া এবং ধৈর্যের মাধ্যমে শত্রুর প্রতিটি আক্রমণকে যেন আমরা ক্রমাগতভাবে ব্যর্থ প্রমাণ করে যেতে পারি।

নামাযের পর একটি গায়েবানা জানাযা পড়াব, এটি মালেক খালেদ জাভেদ সাহেবের, তিনি মালেক আইয়্যুব সাহেবের পুত্র, তিনি চাকওয়াল দোলমিয়ালের অধিবাসী। মালেক খালেদ জাভেদ সাহেব ৬৯ বছর বয়সে ২০১৬ সনের ১২ই ডিসেম্বর চাকওয়ালের দোলমিয়ালস্থ মসজিদে হৃদযন্ত্রের ক্রিয়া বন্ধ হয়ে ইন্তেকাল করেছেন, ইন্না লিল্লাহেওয়া ইন্না ইলাইহে রাজেউন। বিস্তারিত সংবাদ হল ২০১৬ স]নের ১২ই ডিসেম্বর ১২ই রবিউল আউয়াল বিরোধিরাচাকওয়াল জেলার দোলমিয়ালে অনেক বড় মিছিল বের করে আর পরিকল্পনা অনুসারে নির্ধারিত রুট পরিবর্তন করে আহমদীয়া দারুয যিকরে হামলা করে, আহমদীয়া মসজিদে হামল করে। মসজিদের বাইরে এসে উস্কানিমূলক শ্লোগান এবং ঢিল-পাটকেল ছোঁড়া আরম্ভ করে, মসজিদের গেইট ভাঙ্গা শুরু করে। সেখানে আমাদের জামাতের সদস্যদের মাঝে খালেদ সাহেবও ছিলেন। মরহুমের পরিবারের প্রদত্ত তথ্য অনুসারে এর পূর্বে কখনও তার কোন হৃদরোগ ছিল না, কোন সময় ঔষধও খাননি আর কোন সময় হৃদরোগের চিকিৎসাও নেন নি। মৃত্যুর পূর্বে একটি কথা বারবার পুনরাবৃত্তি করছিলেন; বিরোধিরা যখন হামলা করছিল, তিনি সেখানে উপস্থিত ছিলেন। তিনি বলেন, মসীহ্ মওউদের বিরুদ্ধে এমন নোংরা এবং এমন অপবিত্র ভাষা আমার জন্য অসহ্য; এই শব্দগুলো বলেই তিনি অচেতন হয়ে পড়েন। বাইরে সহস্র সহস্র উত্তেজিত মানুষের ভীড় এবং উত্তেজনাপূর্ণ পরিস্থিতির কারণে খালেদ জাভেদ সাহেবকে চিকিৎসার জন্য নিয়ে যাওয়া সম্ভব হয় নি। এই অবস্থায় খালেদ জাভেদ সাহেব ইন্তেকাল করেন, ইন্না লিল্লাহে ওয়া ইন্না ইলাইহে রাজেউন। তার বংশে আহমদীয়াত আসে তার দাদী শ্রদ্ধেয়া মানু বিবি সাহেবার মাধ্যমে, যিনি হযরত মসীহ্ মওউদ (আ.)-এর সাহাবী হযরত মৌলভী করমদাদ সাহেবের ভাগ্নি ছিলেন, যিনি দোলমিয়াল জামাতের প্রতিষ্ঠাতা আহমদীদের মাঝে একজন। (খুতবায় রফিক শব্দ ব্যবহার করা হয়েছে, পাকিস্তানে বিভিন্ন স্থানে বিধি নিষেধ আছে, লেখক বা যিনি রিপোর্ট পাঠান তারা সাহাবীকে রফিক লিখে থাকে, মসজিদকে লিখে থাকে দারুয যিকর, অফিসে যারা আমাকে টাইপ করে দেয় তাদের সংশোধন করা উচিত, সঠিক ইসলামী শব্দ বা পরিভাষা ব্যবহার করা উচিত।)

মরহুম আল্লাহ্ তা'লার কৃপায় জন্মসূত্রে আহমদী, উন্নত গুণাবলীর আধার। আনুগত্যের পাশাপাশি খিলাফতের প্রতি সুগভীর ভালবাসা তার উন্নত বৈশিষ্ট্য ছিল। তিনি পাঁচ বেলার নামায ছাড়াও তাহাজ্জুদ এবং উচ্চস্বরে কুরআন তেলাওয়াতে অভ্যস্ত ছিলেন। জীবিকার জন্য ২০ বছর বা দীর্ঘ যুগ শার্জায় বসবাস করেন, গত ২০ বছর পূর্বে দোলমিয়াল ফিরে আসেন। বেশ কয়েক বছর ধরে তার বেশিরভাগ সময় মসজিদেই অতিবাহিত হত। বিভিন্ন জামাতি দায়িত্ব পালন, মসজিদের নিরাপত্তা, অন্যান্য জামাতি বিষয়ে অগ্রগামী থাকতেন সব সময়। কুরআনের প্রতি তার গভীর ভালবাসা ছিল, তার এক পুত্র সালমান আইয়্যুব সাহেবকে কুরআন হিফজ করিয়েছেন, সেক্রেটারী তালিমুল কুরআন হিসেবে জামাতের খেদমত করছিলেন, এছাড়াও বিভিন্ন পদে জামাতের খেদমতের সৌভাগ্য হয়েছে। শোক সন্তপ্ত পরিবারের মাঝে স্ত্রী আজরা বেগম সাহেবা ছাড়াও দুই পুত্র সালমান খালেদ, যিনি যু ক্তরাজ্যে থাকেন, হাফেজ সুবহান আইয়্যুব আর তার দুই কন্যা নেদা মরিয়ম এবং হেদা মরিয়ম রয়েছেন। আল্লাহ্ তা'লা মরহুমের পদমর্যাদা উন্নীত করুন, তার সন্তান-সন্ততির মাঝেও সেই পুণ্য আল্লাহ্ তা'লা স্থায়ী করুন।

কেন্দ্রীয় বাংলাডেস্ক, লন্ডনের তত্ত্বাবধানে অনুদিত।

****

দুইয়ের পাতার পর.....

করেন। তিনি বক্তব্যের শুরুতে সূরা মুজাদিলার আয়াত كَتَبَ اللّٰهُ لَاَغْلِبَنَّ اَنَا وَرُسُلِيْ اِنَّ اللّٰهَ قَوِيٌّ عَزِيْزٌ আয়াতটি পাঠ করেন এবং বলেন আল্লাহ্ তা'লার চিরাচরিত নিয়মের আলোকে আমরা সৈয়্যদানা হযরত মসীহ মওউদ (আ.)-এর দাবিসমূহের উপর বিবেচনা করে দেখি তখন আমাদের সামনে তাঁর সত্যতা দিবালোকের ন্যায় স্পষ্ট হয়ে ওঠে। তাঁর সফলতাসমূহ দেখে এ বিষয়ে কোন সন্দেহ থাকে না যে, তিনি আল্লাহ্ তা'লা প্রেরিত পুরুষ। তাঁর নাম কেউ জানত না, কিন্তু আল্লাহ্ তা'লা পৃথিবীর প্রান্তে প্রান্তে তাঁর খ্যাতি পৌঁছে দিলেন। একটি বিরাট শ্রেণীর মানুষ তাঁর প্রাণের শত্রুতে পরিণত হল, কিন্তু আল্লাহ্ তা'লা তাঁকে সুরক্ষিত রাখলেন। তাঁর উপর একের পর এক মোকাদ্দমা করা হল, কিন্তু আল্লাহ্ তা'লা তাঁকে সমস্ত কিছু থেকে সসম্মানে অব্যহতি দান করলেন, তাঁকে অনেক সম্মান দান করলেন। অপরদিকে শত্রুরা ব্যর্থ হল এবং ইসলামের প্রচার ও প্রসারের জন্য তাঁকে নিষ্ঠাবানদের একটি জামাত প্রদান করা হল।

এই অধিবেশনের দ্বিতীয় বক্তব্য রাখেন মৌলানা মুনীর আহমদ খাদেম সাহেব (এডিশিনাল নাযির সাহেব ইসলাহ ও ইরশাদ, জুনুবী হিন্দ)। তাঁর বক্তব্যের বিষয় বস্তু ছিল " হযরত আবু হুরাইয়রা (রা.) এবং হযরত ইয়াকুব আলি সাহেব ইরফানী (রা.)-এর জীবনী"। হযরত আবু হুরাইরা (রা.)এ জীবনী বর্ণনা করতে গিয়ে তিনি বলেন, তিনি (রা.) মহানবী (সা.)-এর সবথেকে সম্মানীয় সাহাবাগণের মধ্যে একজন ছিলেন। যিনি ইসলামে পরে এসেও অনেক এগিয়ে যান। তাঁর (রা.) প্রকৃত নাম ছিল আব্দুস শামস। ঈমান আনার পর তাঁর নাম রাখা হয় আব্দুর রহমান। তিনি ইয়ামানের দোসী গোত্রের মানুষ ছিলেন। তিনি প্রায় তিন বছর মহানবী (সা.)-এর সাহচর্য লাভ করার তৌফিক পান। তিনি সর্বক্ষণ মসজিদেই থাকতেন। মসজিদের বাইরে কোথাও যাওয়া পছন্দ করতেন না। পাছে রসুলুল্লাহ (সা.) কোন কথা বলেন এবং তিনি তা থেকে বঞ্চিত থেকে যান। এই কারণেই তিনি মাত্র তিন বছরের সময় কালে যত সংখ্যক হাদীস বর্ণনা করেছেন তাঁর (রা.) থেকে বেশি সহচার্য লাভ করা সাহাবাগণও তা বর্ণনা করতে পারেন নি।

হযরত শেখ ইয়াকুব আলি ইরফানি সাহেব (রা.)-এর জীবনী সম্পর্কে বর্ণনা করতে গিয়ে তিনি বলেন, তাঁর (রা.) জন্ম হয় ১৮৭২ সালে জলন্ধর জেলায় এবং মৃত্যু হয় ১৯৫৭ সালে তেলেঙ্গানার সেকেন্দ্রাবাদে। ১৮৮৯ সালে তিনি (রা.)-এর তৌফিক পান। তিনি (রা.) মাত্র ১৯ বছর বয়সেই প্রিয় ইমাম হযরত মসীহ মওউদ (আ.)-এর সান্নিধ্য পেয়ে ধন্য হন। তিনি (রা.) হযরত মসীহ মওউদ (আ.)-এর অধীনে অমূল্য জ্ঞানভান্ডারে সমৃদ্ধ হয়ে ইসলামের সেবা করার সৌভাগ্য অর্জন করেন। হযরত মসীহ মওউদ (আ.)-এর তিরোধানের পর ৪৮ বছর খিলাফতের ছত্রছায়ায় থেকে অসাধারণ খিদমত করার তৌফিক লাভ করেন। ১৮৯৭ সালে কাদিয়ান থেকে ঐতিহাসিক 'আল-হাকাম' পত্রিকা শুরু করেন। পৃষ্ঠার পর পৃষ্ঠা কুরআন মজীদের তফসীর ও রচনার কাজে মগ্ন থাকা বিশেষ পছন্দের বিষয় ছিল। তিনি (রা.) দেশের বিভিন্ন পত্রিকায় লিখিত মোবাহেসাও করেছেন।

অধিবেশনের তৃতীয় এবং শেষ বক্তব্য ছিল 'ওসীয়্যত ব্যবস্থাপনার গুরুত্ব" বিষয়ের উপর। এই বক্তব্যটি রাখেন মৌলানা জয়নুদ্দীন হামিদ সাহেব (নাযিম দারুল কাযা)। তিনি বলেন, ইসলামের হৃত গৌরবকে পুনঃপ্রতিষ্ঠিত করতে এবং সমগ্র পৃথিবীতে জয়যুক্ত করতে আল্লাহ্ তা'লা এই যুগে সৈয়্যদানা হযরত মসীহ মওউদ (আ.)-কে কাদিয়ানের পবিত্র ভূমিতে আবির্ভূত করেছেন। এই মহান উদ্দেশ্য পুরণের জন্য আল্লাহ্ তা'লা একাধিক পার্থিব ও অপার্থিব উপায়ে তাঁকে সাহায্য ও সমর্থন করেছেন। সেগুলির মধ্যে একটি হল ওসীয়্যত ব্যবস্থাপনা। সৈয়্যদানা হযরত মসীহ মওউদ (আ.) আল্লাহ্ তা'লার নির্দেশে ১৯০৫ সালে ওসীয়্যত ব্যবস্থাপনার সূচনা করেন। ওসীয়্যত ব্যবস্থাপনা খিলাফত তন্ত্রের অধীনেই একটি ব্যবস্থাপনা যা ধর্মীয় ও আধ্যাত্মিক সংশোধন ও উন্নতির পাশাপাশি পৃথিবীর অর্থনৈতিক ও সামাজিক সমস্যার জন্য একটি উৎকৃষ্ট সমাধান উপস্থাপন

EDITOR
Tahir Ahmad Munir
Sub-editor: Mirza Safiul Alam
Mobile: +91 9 679 481 821
e-mail : Banglabadar@hotmail.com
website:www.akhbarbadrqadian.in
www.alislam.org/badr

Title Code: PUNBEN00001

সাপ্তাহিক **বদর** কাদিয়ান The Weekly **BADAR** Qadian

Distt. Gurdaspur (Pb.) INDIA Qadian - 143516

Vol. 2 Thursday, 26th Jan, 2017 Issue No.4

MANAGER
NAWAB AHMAD
Phone: +91 1872-224 -757
Mob: +91 9417 020 616
e.mail:managerbadrqnd@gmail.com
SUBSCRIPTION
ANNUAL : Rs. 300/-

"এই দিনগুলিতে সবথেকে বেশি গুরুত্বপূর্ণ বিষয় যেটি আমাদের সকলের স্মরণ রাখা উচিত সেটি হল এই যে, দোয়ার মাধ্যমেই আমাদের সকল কাজ সম্পন্ন হয়ে থাকে। তাই আপনারা নিজেদের ডিউটিরত অবস্থায় দোয়ার উপর খুবই জোর দিন। প্রত্যেক কর্মীর একথাও স্মরণ রাখা উচিত যে, জলসার ডিউটি ইবাদতের বিকল্প নয়।"

জলসা সালানা কানাডা উপলক্ষ্যে ৬ই অক্টোবর ২০১৬ তারিখে কর্মীদের উদ্দেশ্যে হুযুর আনোয়ার (আই.)-এর ভাষণ

(শেষ ভাগ)

হুযুর আনোয়ার বলেন: অনুরূপভাবে খাওয়ার সময় অনেকের মনোভাব ভিন্ন ভিন্ন হয়ে থাকে। খাওয়ার সময়ে তারা নাটকও করে। খাদ্য-পরিবেশনে যাদের কর্তব্যরত কর্মীদের উচিত তাদেরকে কিছু না বলে নাটকীয়তা সহ্য করে নেওয়া, যেভাবে মা তার বাচ্চাকে খাওয়ানোর সময় এই ধরণের নানান বায়না সহ্য করে থাকে। তাদের সঙ্গে কোন প্রকার অশোভন আচরণ হওয়া উচিত নয়।

হুযুর আনোয়ার (আই.) বলেন- " অনুরূপভাবে স্বাস্থ্যবিধান -এর (কথা উল্লেখ করব)। পরিচ্ছন্নতা অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ বিষয়। পরিচ্ছন্নতার ক্ষেত্রে জলসা প্রাঙ্গনের কর্মীদের একটি স্বতন্ত্র ব্যবস্থাপনা আছে। প্রত্যেকটি তন্ত্রের নিজস্ব একটি ব্যবস্থাপনা আছে। কোন কাজকেই তুচ্ছ মনে করা উচিত নয়, বরং নিজেদের দায়িত্বকে সুচারুরূপে পালন করার পূর্ণ চেষ্টা করা উচিত।

এছাড়া প্রত্যেক কর্মীকে একথাও স্মরণে রাখা উচিত যে, পৃথিবীরে বর্তমান পরিস্থিতির পরিপ্রেক্ষিতে নিরাপত্তার বিষয়ে কেবল নিরাপত্তা কর্মীদেরই দায়িত্ব নয় বরং প্রত্যেক কর্মী যেন নিজ নিজ ক্ষেত্রে খুবই সতর্ক ও সচেতন হয়ে চতুর্দিকে প্রহরীর ন্যায় দৃষ্টি রাখে।

হুযুর আনোয়ার (আই.) বলেন: এই দিনগুলিতে সবথেকে বেশি গুরুত্বপূর্ণ বিষয় যেটি আমাদের সকলের স্মরণ রাখা উচিত সেটি হল এই যে, দোয়ার মাধ্যমেই আমাদের সকল কাজ সম্পন্ন হয়ে থাকে। তাই আপনারা নিজেদের ডিউটিরত অবস্থায় দোয়ার উপর খুবই জোর দিন। প্রত্যেক কর্মীর একথাও স্মরণ রাখা উচিত যে, জলসার ডিউটি ইবাদতের বিকল্প নয়। যেখানে নামায এবং বিশেষ করে বা-জামাত নামাযের আদেশ আছে সেগুলি পড়াও আবশ্যক। যদি ডিউটিরত অবস্থায় মসজিদ বা জলসা প্রাঙ্গণে নামায পড়ার সুযোগ না পাওয়া যায় তবে প্রত্যেকটি দল যেন পৃথকভাবে বা-জামাত নামাযের ব্যবস্থা করে। এর যথাযথ ও নিয়মিত ব্যবস্থা হওয়া বাঞ্ছনীয়। অফিসার ও ব্যবস্থাপকগণের এর তত্বাবধান করা উচিত।

আল্লাহ্ করুক এই জলসা সার্বিকভাবে মঙ্গলময় হোক এবং আপনাদেরকে আল্লাহ্ তা'লা উত্তমরূপে খিদমতের সুযোগ দান করুক। দোয়া করে নিন। এর পর হুযুর আনোয়ার দোয়া করান।

দোয়ার পর আযান হয়। নামাযের জন্য এখন কিছু সময় বাকি ছিল। হুযুর আনোয়ার (আই.) সেখানে উপস্থিত থেকে বিভিন্ন বিভাগের ব্যবস্থাপকদের কাজকর্মের জরিপ করেন।

বাসস্থান ব্যবস্থাপকদের নিকট হুযুর আনোয়র (আই.) জানতে চান যে, যে সব অতিথিরা আসছেন তাদের জন্য কোন কোন স্থানে থাকার ব্যবস্থা করা হয়েছে। এর উত্তরে ব্যবস্থাপক বলেন যে, মাদ্রাসাতুল হিফয, আয়েশা একাডেমি, গেস্ট হাউস এবং জামেয়ার হোস্টেলের একটি বিল্ডিং-এ ব্যবস্থা করা হয়েছে। এছাড়া পিস ভিলেজের বিভিন্ন বাড়িতে ব্যবস্থা করা হয়েছে। জামাতের সদস্যরা নিজেদের বাড়ির একটি অংশ অতিথিদের থাকার জন্য ছেড়ে দিয়েছে। এখন পর্যন্ত কেবল আমেরিকা থেকেই প্রায় দেড় হাজার অতিথি এসে গেছেন। হুযুর জিজ্ঞাসা করেন যে, সকল অতিথি কি যথারীতি নথিভুক্ত হন? এর উত্তরে ব্যবস্থাপক বলেন যে, অতিথিদের রেজিস্ট্রেশন করা হচ্ছে। হুযুর (আই.) বলেন, আমেরিকা থেকে আগত অতিথিদের এম্স্ কার্ড ব্যবহার করা হবে। অনুরূপভাবে অন্যান্য দেশ থেকে আগত অতিথিদেরও থাকতে পারে।

অতিথি আপ্যায়ন বিভাগের ব্যবস্থাপক মহাশয়ের নিকট হুযুর জানতে চাইলে তিনি বলেন, যেখানে যেখানে অতিথিদের থাকার ব্যবস্থা করা হয়েছে তাদের খাওয়ার ব্যবস্থা সেখানেই করা হয়েছে।

হুযুর আনোয়ার (আই.) জলসাগাহ্-এর অফিসারের নিকট সেখানকার ব্যবস্থাপনা সম্পর্কে জানতে চেয়ে বলেন যে, পুরুষদের জলসাগাহ্ এবং মহিলাদের জলসাগাহের শৌচালয় এবং সেগুলির পরিচ্ছন্নতার জন্য কি ব্যবস্থা নেওয়া হয়েছে?

এর উত্তরে জলসাগাহের অফিসার সাহেব বলেন, হলঘর দুটির সাথে উভয় পার্শ্বে বিভিন্ন স্থানে শৌচালয় সংলগ্ন রয়েছে। প্রায় ৮০টি শৌচালয় পুরুষদের দিকে এবং সমসংখ্যক শৌচালয় মহিলাদের দিকে রয়েছে। পরিষ্কার-পরিচ্ছন্নতার জন্য যথারীতি একটি দল নিযুক্ত আছে।

হুযুর আনোয়ার (আই.) বলেন: পরিচ্ছন্নতার উন্নত ব্যবস্থা থাকা উচিত এর এই কাজটি তাৎক্ষণিকভাবে হওয়া বাঞ্ছনীয়। এর পর হুযুর (আই.) বলেন, যারা জামেয়ার ছাত্র আছেন তারা উঠে দাঁড়ান। হুযুর আনোয়ার বলেন, আপনাদের কি দুই-তিন রাত জেগে থাকার অভিজ্ঞতা আছে? এমন অভিজ্ঞতা থাকা উচিত। যদি দিন-রাত কাজ করা আবশ্যক হয়ে ওঠে, তখন আপনাদের এমন অভিজ্ঞতা থাকা উচিত।

হুযুর আনোয়ার (আই.) একে একে সমস্ত ছাত্রের নিকট তাদের ক্লাস এবং জলসা সালানার ডিউটি সম্পর্কে জিজ্ঞাসা করেন।

চার-পাঁচ জন ছাত্র জানায় যে, তাদের ডিউটি জলসা সালানা অফিসে। হুযুর (আই.) বলেন, এত বেশি সংখ্যক ছাত্রের ডিউটি অফিসে লাগানো হয়েছে। জামেয়ার ছাত্রদের ডিউটি এমন জায়গায় দেওয়া উচিত যেখানে পরিশ্রমের কাজ থাকে। অফিসার সাহেব জলসা সালানা বলেন, পরবর্তীতে বিভিন্ন স্থানে এদেরকে কাজে লাগানোর পরিকল্পনা আছে। কয়েকজন লঙ্গরখানা-তেও কাজ করবে।

এর পর সন্ধ্যা আটটায় হুযুর আনোয়ার (আই.) মগরিব ও এশার নামায একত্রে পড়ান। নামাযের পর হুযুর আনোয়ার নিজের বিশ্রামকক্ষের দিকে প্রস্থান করেন।

****

এগারোর পাতার পর....

করে। এই প্রসঙ্গে তিনি হযরত মসীহ মওউদ (আ.) এবং খলীফাগণের উক্তি উপস্থাপন করেন।

এর পর নিম্নোক্ত অতিথিগণ পরিচিতি মূলক বক্তব্য রাখেন।

১) মাননীয় ডাক্তার মহম্মদ ইসমাইল সাহেব, নায়েব ন্যাশনাল সদর নেপাল। তিনি বলেন: পূর্বে নেপারে রাজতন্ত্র ছিল যার কারণে সেখানে প্রচারের অনুমতি ছিল না। এখন সেদেশে গণতন্ত্র প্রতিষ্ঠিত হয়েছে। তিনি বলেন,আল্লাহ্র কৃপায় নেপালে অনেক কাজ হচ্ছে। সেখানে জামাতের সেন্টার প্রতিষ্ঠিত আছে। মসজিদ নির্মিত হয়েছে।

হোমিওপ্যাথি ডিসপেন্সারী প্রতিষ্ঠিত হয়েছে। একটি মিডল স্কুল চলছে। নেপালে জলসা সালানার আয়োজনও আরম্ভ হয়েছে। কুরআন করীমের নেপালী ভাষায় অনুবাদ হয়েছে। জামাতী লিটেরেচারও নেপালি ভাষায় অনুদিত হয়ে প্রকাশি হয়েছে। এই বছর ৫৬জন ব্যক্তি নেপাল থেকে কাদিয়ানের জলসায় অংশ গ্রহণ করেছে।

২) মাননীয় সেউতি আযীয সাহেব অব ইন্ডোনেশিয়া: সৈয়্যদানা হযরত খলীফাতুল মসীহ আল খামেস (আই.) ২৫ শে ডিসেম্বর, ২০১৫ তারিখে প্রদত্ত তাঁর খুতবায় বলেছিলেন যে, "সেই দিন দূর নয় যেদিন চার্টার্ড ফ্লাইটসে করে মানুষ কাদিয়ানের জলসায় অংশগ্রহণ করতে আসবেন।" আল্লাহ্ তা'লা ইন্ডোনেশিয়ার জামাতের সদস্যদের এই তৌফিক দিয়েছেন যে তারা চার্টার্ড প্লেনে করে জলসা সালানা কাদিয়ানে অংশ গ্রহণ করতে এসেছেন। তিনি সৈয়্যদানা হযরত মুসলেহ মওউদ (রা.) এবং হযরত খলীফাতুল মসীহ আল খামেস (আই.)-এর খুতবা জুমার উদ্ধৃতি দিয়ে উপরোক্ত ভবিষ্যদ্বাণী পূর্ণ হওয়ার ঈমান উদ্দীপক ঘটনার বর্ণনা দেন। (ক্রমশ:.....)

Printed & Published by: Jameel Ahmed Nasir on behalf of Nigran Board of Badar. Name of Owner: Nigran Board of Badar. And printed at Fazle-Umar Printing Press. Harchowal Road, Qadian, Distt. Gurdaspur-143516, Punjab. And published at office of the Weekly Badar Mohallah - Ahmadiyya, Qadian Distt. Gsp-143516, Punjab. India. Editor: Tahir Ahmad Munir